জান্নাত

মুক্তির সন্ধানে নারী

শামস অর্ক

পরিবেশনা ও
ই-বুক নির্মাণে
DtoL

জান্নাত; মুক্তির সন্ধানে নারী

শামস অর্ক

গ্রন্থস্বত্ব:

শামস অর্ক

[অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণ করা যাবে না; তবে ইবুকটি বন্টন করা যাবে।]

প্রথম প্রকাশ

২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

ইবুক তৈরী, প্রচ্ছদ ও পরিবেশনায়

ডার্ক টু লাইট

www.facebook.com/dartolig

মূল্য

ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

উৎসর্গ

জান্নাত চরিত্রটি যার অনুপ্রেরণায় তৈরি সে ‘জান্নাত’ কে

* ভূমিকা *

ওরা যত বেশি জানবে, তত কম মানবে। এ নীতির সফল প্রয়োগ করা হয়েছে বাঙালি নারীদের ওপর। ছোটোবেলা থেকেই তাদেরকে ধর্ম, সমাজ সম্পর্কে জানতে দেওয়া হয়নি নানা কৌশলে। যতটুকুও জানতে দেওয়া হয়েছে তাও পুরুষদের রচিত বই থেকেই। ধর্ম সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে অধিকাংশ বই লিখেছে পুরুষরাই। তারা তাদের বইগুলোতে কৌশলে ধর্মকে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়মগুলোকে নারীর জন্য ভালো প্রমাণের চেষ্টাই করে গেছেন। ফলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্ম যে তাকে কৌশলে অধিকারবঞ্চিত, বন্দী ও দাসী করে রাখছে সেটা নারীরা জানতে পারেনি। একজন শিক্ষিত ও পড়ুয়া নারীর মধ্যে পুরুষদের রচিত বইগুলো পড়তে যতোটা আগ্রহ, মূল ধর্মগ্রন্থ পড়তে ততোটাই অনীহা দেখা যায়। ফলশ্রুতিতে মূল সত্য থেকে দূরে থাকায় সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খল, অবহেলা, অধিকারবঞ্চিত হওয়াকে নারীরা তাদের নিয়তি বা তাদের জন্য ভালো বলেই ভেবে আসছে যুগের পর যুগ। বেগম রোকেয়া সহ যারা মূল ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন তারা তাই অকপটে স্বীকার করেছেন যে মূল ধর্মগ্রন্থগুলোও পুরুষদেরই রচিত যা তারা নারীকে শৃঙ্খলিত করতে ঈশ্বরের বাণী বলে চালিয়েছে। সমাজ ও পরিবার ছোটোবেলা থেকে একটা মেয়েকে অন্যের স্ত্রী হয়ে তার সেবায় বা দাসত্বে জীবন কাটানোতেই নারী জীবনের সার্থকতার মতো কুযুক্তি দিয়ে নারীর ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। সে সীমাবদ্ধতা থেকে বের হওয়া কঠিন বটে, তবে তা ছাড়া নারীর মুক্তির অন্য উপায় নেই। সীমাবদ্ধ গন্ডি ছেড়ে ভাবনার মুক্তিই হচ্ছে নারীর প্রকৃত মুক্তি।

জান্নাতের লোভ আর জাহান্নামের ভয় উপমহাদেশীয় ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ভয় ও লোভকে ব্যবহার করেই ধর্মব্যবসায়ী ও শাসকরা তাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে। তবে সবচেয়ে বড় স্বার্থ উদ্ধার করছে পুরুষেরা। ধর্মকে ব্যবহার করেই একজন নারীকে বন্দি ও দাসীর মতো ব্যবহার করছে পুরুষ অথচ ধর্ম না জানার কারণে সেটা মেনে নিচ্ছে নারী। জাহান্নাম থেকে বাঁচতে কিংবা জান্নাতের লোভে নিজের জীবনটা যে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলছে সেদিকে লক্ষ্যই করছে না। কিন্তু এভাবে আর কতকাল? নারীকে জাগতে হবে, জাগাতে হবে অন্য নারীদের।

এই বইটিতে তেমনই এক নারী ‘জান্নাত’ এর জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে সমাজ ও ধর্মে নারীর দৈন্য অবস্থা বুঝতে পেরে মুক্তির পথে যাত্রা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। জান্নাত নিজে মুক্তি পেয়েই থেমে যায় নি, ভেবেছে অন্য নারীদের নিয়ে যারা হয়তো চিরকাল বন্দি ও অধিকারবঞ্চিত থাকাকেই নিয়তি ধরে নিয়েছে।

বইটি লেখার সময়ও ভেবেছি এই বইটি আমার নয়, কোনো নারীর লেখা দরকার ছিলো। বইটি পড়ে ভালো লাগলে আপনি নারী হলে নিজে লেখার এবং পুরুষ হলে পরিচিত নারীদের লিখতে উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

আমার অজ্ঞতা, অসাবধানতার কারণে বইটিতে কোনো ভুলত্রুটি থাকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

শামস অর্ক

* সূচিপত্র *

নাম	পৃষ্ঠা
পর্ব-১: সত্যের সন্ধানে যাত্রা	৭
পর্ব-২: স্ত্রী-প্রহার	৯
পর্ব-৩: অনুবাদে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব	১২
পর্ব-৪: পুরুষের জন্য কুরআন	১৪
পর্ব-৫: কুরআনে বোরকা (?)	১৬
পর্ব-৬: নারীর জন্য হুর	১৮
পর্ব-৭: নারী ঠকছে একালে; ঠকবে পরকালে	২১
পর্ব-৮: নারীর উত্তরাধিকার	২৩
পর্ব-৯: দেন-মোহর	২৬
পর্ব-১০: নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা	২৮
পর্ব-১১: ইসলামের নামে রাজনীতি	২৯
পর্ব-১২: বিধবা বিবাহ ও ইসলাম	৩২
পর্ব-১৩: পিরিয়ড ও ইসলাম	৩৪
পর্ব-১৪: মুহাম্মদের বিধান; নিজে থেকে নাকি ঐশ্বরিক?	৩৭
পর্ব-১৫: নারীর সালাত শিক্ষা	৩৯
পর্ব-১৬: বিকৃত কুরআন	৪২
পর্ব-১৭: জান্নাতের বিয়ের আলাপ	৪৬
পর্ব-১৮: নারীর বিবিধ আলোচনা	৪৯
পর্ব-১৯: ধর্ষন	৫২
পর্ব-২০: নারীর পর্দা-স্বাধীনতা-মানসিকতা	৫৬
পর্ব-২১: ইসলামে নারীর শিক্ষা	৬০
পর্ব-২২: মায়ের পদতলে জান্নাত (?)	৬৩
পর্ব-২৩: প্রতিকূল পরিবেশ	৬৭
পর্ব-২৪: হিন্দুধর্মে নারী	৬৯
পর্ব-২৫: বোধোদয়ের স্বপ্ন	৭২
পর্ব-২৬: পরিবর্তনের সূচনা	৭৫

[১]

সত্যের সন্ধানে যাত্রা

“আমি বাবা মায়ের প্রথম সন্তান ছিলাম। আমার যখন জন্ম হয় তখন আমার মা ছাড়া কেউই অতোটা খুশি হয়নি, এমনকি আমার দাদী, ফুফু উনারা নারী হওয়া সত্ত্বেও খুশি হয়নি। দাদী প্রায়ই মাকে একটা মেয়ে (আমাকে) জন্ম দেয়ার জন্য নানা কথা শোনাতো। আমাকে জন্ম দিয়ে মা ভীষণ দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন, তবুও একটা মেয়ের জন্ম দিয়েছে বলে মায়ের মুখ দেখলেন না বাবা। সমাজে তখনও প্রচলিত ছিল, মেয়ে তো আর বংশ রক্ষা করতে পারবে না, পরের বাড়ীতেই চলে যাবে, সহায় সম্পত্তি দেখতে পারবে না ইত্যাদি। এসব চিন্তা মাথায় নিয়েই আমার ধার্মিক বাবা মসজিদে গিয়েছিল নামাজ পড়তেন। আমার বাবার বিষন্ন মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করে মসজিদের ইমাম জানতে পারলো আমার জন্মই বাবার বিষন্নতার কারণ। এটা শুনে ইমাম বললো, 'আরে মিয়া তোমার তো খুশি হওয়ার কথা, তোমার তো মেয়ে জন্ম হয়নি, জন্ম হয়েছে জান্নাত। হাদীসে আছে, ‘রাসূল (স.) বলেছেন, “মেয়ে দিয়ে যাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, সে যদি তাদের বিষয়ে ধৈর্যধারণ করে তবে তারাই তার জন্য জাহান্নামের পথে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে”। আরও আছে, “যে ব্যক্তির একটি মেয়ে আছে আর সে তাকে তুচ্ছ মনে করে নাই, অপমানিত করে নাই এবং ছেলেদের উপর প্রাধান্য দেয় নাই। আল্লাহ তা’লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” এ কথাগুলো শুনে বাবার মন কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছিল। তাই বাড়ি ফিরে এসেই ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাঁর মেয়ের (আমার) নাম হবে ‘জান্নাত’। সমাজ যেখানে আমার জন্মে খুশিও হতে পারেনি, সেখানে ইসলাম আমাকে জান্নাতের সম্মান দিয়েছে।”

কথাগুলো তার মামাতো বোন শান্তিকে বলছিল জান্নাত। শান্তি কিছুটা নিধার্মিক। কোনো কিছুকেই সাধারণভাবে নেয় না, গভীরভাবে চিন্তা করে। কিছুক্ষণ চিন্তা করেই বললো, “ইসলাম কন্যাকে জান্নাতে যাওয়ার উপায় বলেছে, কন্যা সন্তানের জন্য জান্নাতের কথা বলেনি। কুরআনে আছে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় অভাব ও বিপদ-আপদ দিয়ে, এ হাদিসে কিন্তু মেয়েকে বিপদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। হয়তো

বলবি, সম্পদ/প্রাচুর্য দিয়েও তো পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদিসে ধৈর্যধারণের কথা এসেছে, আর ধৈর্যধারণ বিপদেই করে, প্রাচুর্যে নয়। আবার বলেছে তুচ্ছ না করতে, এর মানে কি ইসলাম মনে করে মেয়েরা তুচ্ছ? মেয়েরা তুচ্ছ নয় এ কথা কি একবারও জোর দিয়ে বলেছে? মেয়ের মাধ্যমে জান্নাত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে পুরুষদেরই, মেয়েদেরকে নয়, বরং বলা হয়েছে অধিকাংশ মেয়েরাই জাহান্নামে যাবে। আবার মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে, অনেক পুরুষই ত্রুটিমুক্ত কিন্তু মরিয়ম আর আসিয়া (কাল্পনিক) ছাড়া কোনো নারীই ত্রুটিমুক্ত নয়![১] তাই একটা হাদিস দেখিয়ে বলা ঠিক না, ইসলাম মেয়েদের জান্নাতের সম্মান দিয়েছে। সেই হাদিসের পেছনেও কারণ আছে, ইসলামের নবীরই মেয়ে ছিলো, তাই মেয়ের বাবা হলে জান্নাতে যাবে এটা না বললে সে ই বিতর্কিত হয়ে যায়! আর ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কুরআনে একটি আয়াতে মেয়ে হত্যা মন্দ বলা হলেও বেশ কয়েকটি (৪৩:১৬; ৫৩:২১; ৪৩:১৭; ৫২:৩৯, ১৬:৫৭; ৩৭:১৪৯; ৩৭:১৫৩) আয়াতে আল্লাহর জন্য মেয়ে সন্তানের প্রসঙ্গ এমনভাবে আনা হয়েছে যে, মানুষ নিজের জন্য পুত্র চায় অথচ মনে করে আল্লাহর জন্য মেয়ে, যা আল্লাহ চায় না, যা হতে আল্লাহ পবিত্র! যখন আল্লাহর সন্তানই নেই তখন বার বার এমনভাবে কন্যা সন্তানকে অস্বীকার করা কি প্রমাণ করে আল্লাহরও মেয়ে পছন্দ নয়?”

জান্নাত এসব শুনে কিছুটা মর্মাহত হয়ে বললো, “সত্যিই কি এমন কিছু কুরআন হাদীসে আছে, নাকি তুই একটু বেশিই বাড়িয়ে বলছিস?”

শান্তি বললো, “তুই নিজেই অর্থসহ কুরআন হাদিস পড়ে দেখিস। তখন বুঝবি আমি বাড়িয়ে বলেছি না কমই বলেছি।”

১। Abu Musa reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying: There are many persons amongst men **who are quite perfect** but **there are none perfect amongst women except Mary, daughter of 'Imran, Asiya wife of Pharaoh**, and the excellence of 'A'isha as compared to women is that of Tharid over all other foods. [https://sunnah.com/muslim/44/102]

[২]

স্ত্রী-প্রহার

শান্তির মায়ের কান্না ও না মারার জন্য অনুনয় শোনা যাচ্ছে। কোনো কারণে আজ আবার রুমের দরজা বন্ধ করে শান্তির বাবা মেরেছে শান্তির মাকে।

জান্নাত: মামী কাঁদছেন কেন? মামা কি মেরেছে নাকি?

শান্তি: আর বলিস না, একটু কিছু ভুল হলে প্রায়ই এমন করে মাকে মারে। আমি কিছু বলতে গেলেই বলে আমি নাকি বেয়াদব, বাবার মুখের উপর কথা বলি।

জান্নাত: ভুল তো সবারই হয়, তাই বলে কি মারতে হয়! মামা তো নামাজও পড়ে! বউ পেটালে সে আর মুসলিম হলো কিভাবে?

শান্তি: হাসালি তুই। মুসলিম বলেই তো বেশি মারে। ইসলাম বলে অনেক পুরুষ ত্রুটিমুক্ত হলেও কোনো নারী ত্রুটিমুক্ত নয়! ত্রুটির জন্য মারতে তাই কোনো ত্রুটি হয় না মুসলিম পুরুষদের। আর কুরআনে সুরা নিসার ৩৪নং আয়াতে বলেছে, স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করলেই প্রহার করতে! আশঙ্কা তো সবারই হয়, তাই সবার জন্যই মারা বৈধ। আবার এর পেছনে যুক্তিও দিয়েছে, পুরুষরা স্ত্রীর জন্য টাকা খরচ করে।

জান্নাত: কিন্তু আমি তো শুনেছি প্রথমে সদুপদেশ দিয়ে, তারপর বিছানা আলাদা করে সবশেষে প্রহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাও আবার আস্তে! আর পুরুষরা টাকা খরচ করলেই যদি মারতে পারে, তাহলে তো স্ত্রীরাও টাকা খরচ করলে মারতে পারবে!

শান্তি: এটা তো তথাকথিত মডারেট মোল্লাদের অপব্যাখ্যা। এখানে এমনভাবে বলা হয়নি যে প্রথমে সদুপদেশ দাও, তারপর বিছানা আলাদা কর এবং অবশেষে প্রহার কর। বরং বলা হয়েছে সুপদেশ দাও, শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। (মানে তিনটা

একই সাথে) আর তুই ই বল, অবাধ্যকে বাধ্য করতে কি কেউ আস্তে প্রহার করতে বলবে? আবার, তুই বলছিস, মেয়েরা অর্থ খরচ করলেই প্রহার করতে পারবে। তুই কি কখনও শুনেছিস নবীকে তার ব্যবসায়ী বউ খাদিজা অর্থ খরচ করা সত্ত্বেও প্রহার করেছে? অর্থ খরচ করা তো একটা কুযুক্তি মাত্র, মূল কথা হলো ইসলাম বলে মেয়েরা মার খাবে, পুরুষরা মারবে।

জান্নাত : কিন্তু রাসুল তো নিজে কখনও বউকে মারেনি! আবার বলে দিয়েছে মুখে মারা যাবে না!

শান্তি: এজন্যই তোকে বলেছি কুরআন হাদিস নিজে পড়ে দেখতে। নবী মুহাম্মদ আয়েশাকে বুকে আঘাত করেছিল শুধুমাত্র রাত্রিবেলায় তার পিছু নেয়ার জন্য।[১] আর মুখে মারা যাবে না কেন সেটা বুঝিস না? মুখ দেখানো তো জায়েজ। অন্য জায়গায় মারলে কাউকে মারের চিহ্ন দেখাতে পারবে না। কারণ ইসলামে বিচারক অবশ্যই পুরুষ হবে আর পরপুরুষের সামনে তো সতর খুলে দেখানো যাবে না! নবী মুহাম্মদ ও এজন্য আয়েশার বুকে মেরেছে, একটা হাদীসে একটা মারের কথা এসেছে, এমন না জানি কত মার খেয়েছিল আয়েশা!

জান্নাত: দেখাতে পারলে তো ইসলামী আইন অনুযায়ী কঠিন শাস্তি দেয়া যেতো, তাই না?

শান্তি: অবাক হলেও সত্য, কুরআনে বউ পেটানোর জন্য কোনো শাস্তির কথা নেই। অথচ সামান্য কিছু চুরি করলেও হাত কাটার মতো ভয়ানক শাস্তি। এর মানে ইসলামে বউ পেটানো কোনো অপরাধই নয়। নবী মুহাম্মদের কাছে, এক নারী বিচার নিয়ে এসেছিল তাকে তার স্বামী মেরে শরীর সবুজ করে দিয়েছিল। আয়েশা তা দেখে

১। সহীহ মুসলিম, বই ৪, হাদিস ২১২৭
[অনলাইনে পাবেন ইংরেজি অনুবাদ এখানে [ttps://muflihun.com/muslim/4/2127]

আক্ষেপ করে বলেছিল, মুমিন নারীর চেয়ে কাউকে সে বেশি নির্যাতিত হতে দেখেনি।[১]

জান্নাত : রাসুল নিশ্চয়ই ঐ স্বামীকে শাস্তি দিয়েছিল! তাই না?

শান্তি: আরে না! বরং নবী মুহাম্মদ তাকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে বলেছিল! হাদিসটিতে আরও কিছু জঘন্য ব্যাপার আছে, যৌনতার ব্যাপারে নারীর অভিযোগ অগ্রাহ্য করা ও হিল্লা বিবাহের ভয়াবহ রীতি নিয়ে নবী মুহাম্মদের রসিকতা! ঐসব থাক।

জান্নাত: আসলেই তো দেখছি, কুরআন-হাদিস পড়তে হবে। আর যাই হোক, পরকালে আল্লাহ বউ পেটানো স্বামীদের বিচার করবেন।

শান্তি: সে আশা করেও লাভ নেই। কেননা হাদীসে আছে, "কোনো স্বামীকে পরকালে প্রশ্ন করা হবে না কেন সে বউকে পিটিয়েছিল।"[২] যদিও ভন্ড আলেমরা এটাকে দুর্বল হাদিস বলে, কিন্তু পরকালে বউ পেটালে শাস্তি হবে এমন কোনো হাদিসও দেখাতে পারে না।

জান্নাত: তাহলে মুসলিম নারীরা ইহকাল, পরকাল কোথাও বিচার পাবে না?

শান্তি: পাবে, সেটা ইসলামে নয়, নারী নির্যাতন আইনে। এজন্য ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ছেড়ে অধিকার সচেতন হতে হবে। যে ইসলাম তোমার উপর হওয়া নির্যাতনের বিচার পাওয়ার অধিকার তোমায় দেয় না, সে ইসলামের জন্য কেন তুমি তোমার স্বাধীনতা, সুখ, মর্যাদা, স্বপ্ন বিসর্জন দিবে?

১। সহীহ বুখারী, বই ৭২, হাদিস ৭১৫
[অনলাইনে পাবেন এখানে https://muflihun.com/bukhari/72/715]
২। সুনান আবু দাউদ, বই ১২, হাদিস ২১৪২
[অনলাইনে পাবেন এখানে https://muflihun.com/abudawood/12/2142]

[৩]

অনুবাদে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব

আজ মামার বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরবে জান্নাত। এবার বেড়াতে এসে একটু অন্যরকম বিষয় নিয়েই কেটেছে সময়। বাড়ি ফিরে কুরআন বুঝে পড়বে বলে ঠিক করেছে জান্নাত। তাই শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলো, কোন অনুবাদটা পড়লে ভালো হবে?

শান্তি: যেটাই পড়বি, যাচাই করে পড়বি। সবচেয়ে ভালো হয় কুরআনের একটা ইংরেজি ও একটা বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে পড়লে। দুই অনুবাদে অমিল দেখলে ইন্টারনেট থেকে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ব্যাকরণসহ কুরআন দেখে নিলেই ভালো বুঝতে পারবি। শুধু বাংলা অনুবাদ পড়ে মূল কুরআন সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবি না, বাংলা অনুবাদে বহুবচনবাচক 'আমরা' কে 'আমি', পুরুষবাচক সর্বনাম 'He' কে 'তিনি' সহ অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধামতো অর্থ পরিবর্তন করা হয়েছে।

জান্নাত: কিন্তু আমি তো শুনেছি, আল্লাহর ক্ষেত্রে 'আমরা' সম্বোধন সঠিক যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও 'আমরা' ব্যবহার করে কথা বলেন। আর আরবিতে বাংলার মতো লিঙ্গনিরপেক্ষ শব্দ 'তিনি' নেই, তাই পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে।

শান্তি : 'আমরা' সঠিক হলে বাংলা অনুবাদে 'আমরা' এর পরিবর্তে 'আমি' কেন লেখে ভেবে দেখেছিস? যে ভাষায় আল্লাহর লিঙ্গহীনতা তুলে ধরা যায় না, সেটা কি ধর্মগ্রন্থের জন্য উত্তম ভাষা হতে পারে? আর আরবিতে তো স্ত্রীবাচক সর্বনাম ও আছে, পুরুষবাচকই কেন ব্যবহৃত হলো? অনেকেই ব্যাখ্যা দেয়, আল্লাহ উৎকৃষ্ট বোঝাতে পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করেছে। এর মানে কি আল্লাহ পুরুষকেই উৎকৃষ্ট মনে করে?

জান্নাত: সেটা তো সুরা নিসাতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে আল্লাহ পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আর আল্লাহ পুরুষকে উৎকৃষ্ট মনে করলেও নিজে তো পুরুষ নন!

শান্তি: আল্লাহ সুরা জীনের ৩ নং আয়াতে জীনদের ভাষ্যে বলেছেন, তার স্ত্রী নেই। এখন আল্লাহ পুরুষ না হলে শুধু স্ত্রী নেই বলবে কেন? স্বামীও নেই কেন বলবে না? আবার, সহীহ হাদীস[১] অনুযায়ী আল্লাহ আদমকে তার নিজের সুরতে বানিয়েছেন, আদম যেহেতু পুরুষ তাই আল্লাহও তো পুরুষই হওয়ার কথা!

জান্নাত: তার মানে কুরআন ও পুরুষের বাণী?

শান্তি: শুধু কুরআন পুরুষের বাণীই নয়, কুরআনের লেখক, সংকলক, অনুবাদক, তাফসীরকারক, হাদীস বর্ণনাকারী, সংগ্রাহক, সংকলক, সিরাত রচনাকারী, ফিকহ শাস্ত্রের গুরু, শরীয়াহ গ্রন্থের লেখক, শরীয়া বোর্ডের সদস্য, ইসলামী বিচারক, ইমাম, খলীফা প্রায় সবাই পুরুষ। বাস্তবে নারীদের ইসলামে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই। আয়েশাকে হাদীস বর্ণনাকারী বলা হলেও ঐ হাদিসগুলোর (বর্ণনা পরম্পরার) অন্য রাবিরা পুরুষ, সংগ্রাহক এবং সংকলকও পুরুষ এবং হাদিসগুলো সংকলিত হয়েছে আয়েশার মৃত্যুর পরে তাই ঐ হাদিসগুলো আদৌ আয়েশা বলেছে কিনা কিংবা আয়েশা যা বলেছে সেগুলো বিকৃত করে ফেলা হয়েছে কিনা সেটা যাচাই অযোগ্য।

জান্নাত: এতদিনে বুঝলাম, বেগম রোকেয়া কেন বলেছিলেন,

> *আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।*

শান্তি: শুধু তাই নয়, ধর্ম যে জান্নাতের লোভে ও জাহান্নামের ভয়ে নারীদেরকে পুরুষদের দাসী করে রাখছে সে ব্যাপারেও বলেছিলেন,

> *"কেহ বলিতে পারেন যে, 'তুমি সামাজিক কথা কহিতে গিয়া ধর্ম লইয়া টানাটানি কর কেন?' তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, 'ধর্ম' শেষে আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে, ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমনীর উপর প্রভূত্ব করিতেছেন। তাই 'ধর্ম' লইয়া টানাটানি করিতে বাধ্য হইলাম।"*[২]

১। মুসলিম ২৮৪১ [https://sunnah.com/muslim/53/32] এবং সহীহ বুখারী ৬২২৭ [https://sunnah.com/urn/58510]

২। রোকেয়া, আব্দুল কাদির, ১৯৭৩, ১১-১৩

[৪]

পুরুষের জন্য কুরআন

সন্ধ্যা থেকেই জান্নাতের মন খারাপ। বিশ্বাস ভাঙলে যতটা মন খারাপ হয়, তা প্রকাশ করা যায় না। মামার বাড়ি থেকে ফিরেই শান্তির দেয়া পরামর্শ অনুযায়ী কুরআন পড়া শুরু করেছিল। সুরা ফাতেহার বাংলা অনুবাদ ভালোই লাগছিল, ইংরেজি অনুবাদ দেখার পর কিছু শব্দ ঠিক মেলাতে পারছিল না। তাই শান্তির দেয়া পদ্ধতি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কুরআন বের করলো। বের করে একটু ভালো করে দেখতেই জান্নাত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুরা ফাতিহায় ব্যবহৃত সবগুলো Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Participle সবই পুরুষবাচক (Masculine)! এর মানে আল্লাহ নিজে এবং সুরা ফাতিহায় যাদের সম্পর্কে বলেছে তারা সবাই পুরুষ, এত গুরুত্বপূর্ণ সুরা যাকে কুরআনের 'সারমর্ম', 'মা' ইত্যাদি আরো অনেককিছু বলা হয়, সেখানে শুধুই পুরুষবাচকতা কিন্তু নারীবাচকতা অনুপস্থিত। পরে মনে হলো আরবিতে অধিকাংশ শব্দেরই পুরুষ/স্ত্রীবাচক আলাদা রূপ আছে। কিন্তু এটা কি আল্লাহ জানবে না? যদি জানে তাহলে এমন একটি ভাষায় কুরআন পাঠালোই বা কেন কিংবা পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্য আলাদাভাবে বললো না কেন? তবে কি কুরআন পুরুষের গ্রন্থ, পুরুষেরই জন্য? এসব ভাবলেও মন থেকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না!

সুরা বাকারা পড়া শুরু করলো। 'আলিফ-লাম-মীম' এর অর্থ যে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সেটা সে আগেই শুনেছিল। কিন্তু পরের আয়াতেই পেল এ কিতাব মুত্তাকীদের জন্য, তাই মুত্তাকী কারা জানার জন্য আবার ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড কুরআন দেখল, যা পেল তা দেখে এবার আর অবাক হলো না। মুত্তাকী শব্দটাও পুরুষবাচক, যার মানে দাঁড়ায় কুরআনটা পুরুষদেরই জন্য! তারপরও পরের আয়াতের শব্দগুলি দেখলো, মুত্তাকীর সর্বনামটাও পুরুষবাচক, ক্রিয়াটাও পুরুষবাচক। আবার লক্ষ করলো আরবি বহুবচনকে (আমরা) বাংলায় 'আমি' (একবচন) লেখা হয়েছে। শান্তির কথাগুলো মনে পড়ে গেল জান্নাতের। কুরআনটাও পুরুষের জন্য লেখা পুরুষেরই গ্রন্থ!

নাহ, আর ভাবতে পারছে না জান্নাত। বার বার মাথায় আসছে পুরুষের জন্য লেখা পুরুষের বই। মাথাটা প্রচন্ড ব্যাথা করছে, মনটা খারাপ হয়ে গেছে। আর পড়তে ইচ্ছে করছে না। বইয়ের শুরুতেই যদি কেউ বুঝতে পারে, বইটি তার জন্য নয়, তবে কি আর পড়ার ইচ্ছা থাকে?

[৫]

কুরআনে বোরকা (?)

সকালবেলা কলেজের জন্য বের হচ্ছিল জান্নাত। প্রতিদিন বোরকা পরলেও আজ পরেনি, তবে শালীন পোশাক, ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকার পাশাপাশি একটা চাদরও গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। বের হওয়ার সময় বাবার সঙ্গে দেখা হতেই বাবা ডাকলেন, 'জান্নাত, শুনে যা।'

জান্নাত : বলো, বাবা।

বাবা: কোথায় যাচ্ছিস? আর তোর বোরকা কোথায়?

জান্নাত: কলেজে যাচ্ছি। বোরকা পরতে ভালো লাগে না, তাই আজ আর পরলাম না।

বাবা: তোর ভালো না লাগলেই হবে নাকি? (পুরুষ মানসিকতা থেকে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবা হিসেবে মেয়েকে সেসব বলতে পারলো না।) পর্দা করা তো ফরজ, তোর ভালো লাগুক আর না লাগুক।

জান্নাত: পর্দা করা ফরজ, কিন্তু বোরকা পরা তো নয়! বাবা, তোমার কি মনে হয় আমার পর্দা হয়নি?

বাবা: এত বেশি কথা বলিস না, যা গিয়ে বোরকা পরে নে।

জান্নাত : কিন্তু আমার কলেজের ৯৫% মেয়েই বোরকা পরে না। আমি কেন পরবো?

বাবা: তারা সবাই জাহান্নামে জ্বলবে বলে কি তুইও জ্বলবি?

জান্নাত : আমি তো কুরআন অনুযায়ী পর্দা করেছি। কুরআনের সুরা আহযাবের ৫৯নং আয়াতে আর সুরা নুরের ৩১নং আয়াত অনুযায়ী আমি ঠিক পর্দাই করেছি! তাহলে জাহান্নামে জ্বলতে হবে কেন? কুরআনে কি কোথাও বোরকার কথা আছে?

বাবা: তুই আমারে কুরআন শেখাচ্ছিস? তুই কি আলেম ওলামাদের চেয়ে বেশি কুরআন বুঝে ফেলেছিস? তোর কি মনে হয় যারা বোরকা পরে, পরতে বলে তারা কুরআন জানে না?

জান্নাত : সেসব জানি না, কিন্তু আমাকে কুরআনে কেউ বোরকার কথা দেখাতে পারলে আমি বোরকা পরবো, নাহয় পরবো না। যেটা কুরআন বলে না সেটা আমি কেন মানবো? আমি চললাম, বাবা।

বাবা: কই গো, জান্নাতের মা। তোমার বাপের বাড়ির কে যেন মেয়েটার মাথায় কি ঢুকাইছে, তুমি আর ওকে তোমার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাবে না বলে দিলাম!

[৬]

নারীর জন্য হুর

কলেজে প্রথমবার বোরকা ছাড়া জান্নাতকে দেখে সবাই একটু অবাক হলো! মনে মনে হয়তো অনেকেই অনেক কথা বললো কিন্তু জান্নাতের প্রিয় বান্ধবী রেশমিই প্রথম মুখ খুললো, "জান্নাত, আজ হঠাৎ বোরকা ছাড়াই কলেজে আসলি!"

জান্নাত: বোরকা পরতে ভালো লাগে না, তাই।

রেশমি: বোরকা পরতে তো আমারও ভালো লাগে না। কিন্তু পরকালে জান্নাতে যেতে হলে তো ভালো না লাগলেও পরতে হবে!

জান্নাত : (একটু হেসে) আমি নিজেই তো জান্নাত! আর পুরুষরা জান্নাতে না হয় হুরের লোভে যেতে চায়, তুই তো আর হুর পাবি না!

রেশমি: তোর ধারণা ভুল। আমি জাকির নায়েকের লেকচারে শুনেছি নারীরাও পুরুষ হুর পাবে।

জান্নাত : আর বলতে হবে না, আমিও লেকচারটা শুনেছি। আমার অনেকটা মুখস্থই আছে। কুরআনে ৪ জায়গায় হুর শব্দটার উল্লেখ আছে। সুরা দুখানের ৫৪, সুরা তুর এর ২০, সুরা আর রহমানের ৭২ এবং সুরা ওয়াকিয়ার ২২নং আয়াতে শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। উনি বলতে চেয়েছেন হুর শব্দটা দিয়ে নারী-পুরুষ দুটোই বুঝায়। এই তো?

রেশমি : হ্যাঁ। তুই তো দেখছি জাকির নায়েকের মতো মুখস্থ বলতে পারিস!

জান্নাত: টপিক নির্ধারিত থাকলে এরকম রেফারেন্স যে কেউই মুখস্থ বলতে পারবে। উনার প্রধান পেশা/ব্যবসা এটা হওয়ায় উনি এর পেছনে একটু বেশিই সময় দেন,

তাই একটু বেশিই পারেন। বাদ দে এসব। মূল কথায় আসি। উনি উনার গোঁজামিলের প্রয়োজনে শুধু 'হুর' শব্দটা নিয়েই আলোচনা করেছেন; যে আয়াতে 'হুর' শব্দ আছে সে আয়াতগুলোর বিশেষণ এড়িয়ে গেছেন।

সুরা দুখানের ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

> *'এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আয়তলোচনা (সুন্দর, বড়, চাকচিক্যময় চোখওয়ালা) হুর (বিবাহ) দিবো।'*

অনেক জায়গায় এ আয়াতে 'হুর' এর অনুবাদ 'স্ত্রী' করা হয়েছে। তোর সাধারণ জ্ঞান কি বলে? কোনো পুরুষের চোখের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়? নাকি নারীর চোখের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়? আবার এখানে যে 'তাদেরকে' (هم) সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে, আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী সেটা পুরুষবাচক। পুরুষকে নিশ্চয়ই নারী হুরই দিবে! তাই এখানে হুর নারী।

সুরা তুরের ২০ নং আয়াতেও অনেকটা একইরকম কথা বলা হয়েছে।

সুরা আর রহমানের ৭২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, *"তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ"*

এখন তুই ই বল, তাঁবুতে/ঘরে কি পুরুষরা থাকে? হেরেম নাম তো শুনেছিস, আগে বাদশাহদের হেরেমখানায় অনেক নারী থাকতো, পুরুষদেরও বেহেশতে তেমনি হেরেমখানার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সুরা আর রহমানের ৭০নং আয়াতে দেখা যায়, এই হুরদের সর্বনাম (هن) ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্ত্রীবাচক। তার মানে এখানেও হুর নারী।

আর সবশেষে, সুরা ওয়াকিয়ার ২২নং আয়াতে বলা হয়েছে, *"এবং (তথায় থাকবে) আয়তলোচনা হুরগণ।"*

এখন ২১নং আয়াতে দেখবি এই হুর কাদের জন্য। ঐ আয়াতে ব্যবহৃত ক্রিয়াটি পুরুষবাচক, মানে এখানেও পুরুষের জন্যই হুর।

এভাবেই আয়াতগুলোর পুরুষবাচকতা ও আগের পরের আয়াত গোপন করে জাকির নায়েক গোঁজামিল ও মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

রেশমি: হুর না পেলে কি আসবে যাবে, ধর্ম মানলে বেহেশতে তো যেতে পারবো।

জান্নাত : (একটু মুচকি হেসে) বেহেশতে গিয়ে তোর স্বামীর ৭২ হুরের সাথে মিলন দেখবি, আর স্বামী বেহেশতে না গেলে আরেক বেটার বউ হয়ে একই কাজ করবি। থাক সে কথা। তোকে কি বুঝাতে পারলাম যে জাকির নায়েক ভুল ব্যাখ্যা দেয় ও ভন্ডামী করে?

রেশমি: তা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু তোর মাথায় আসলো কিভাবে জাকির নায়েক ভুল ব্যাখ্যা দিতে পারে? আমার তো কখনোই মাথায় এসব আসেনি!

জান্নাত: আসবে কিভাবে? আমরা তো শুনে শুনে অন্ধবিশ্বাসী মুসলমান, কখনও কুরআনটা অর্থ বুঝে পড়ার চেষ্টাই করি না। তুইও জাকির নায়েকের লেকচার শুনেছিস, আমিও শুনেছি। কিন্তু আমি লেকচার শুনে আয়াতগুলো কুরআনে দেখেছি, এর ব্যাকরণ সহ প্রতিটি শব্দের বিশ্লেষণ দেখতে গিয়েই গোঁজামিলটা চোখে পড়েছে। যে যাচাই করে না, অন্ধবিশ্বাসী তাকে ভুল বুঝিয়ে ঠকানো সহজ। যাচাই করলে, কুরআন বুঝে পড়লে তো আর তোর গুনাহ হবে না, তাহলে কেন পড়বি না, যাচাই করবি না? একটা বোরকা কিনতে গেলেও কতকিছু যাচাই করিস, অথচ প্রচন্ড গরমেও কষ্ট সয়ে যে বিধান মানতে বোরকা পরিস, সেটা কেন যাচাই করবি না?

[৭]

নারী ঠকছে একালে; ঠকবে পরকালে

রেশমি: জাকির নায়েক নাহয় ভন্ড মানলাম। কিন্তু আমি তো ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখলাম সেখানে বলেছে কুরআনে আছে, জান্নাতে মন যা চায় সবই থাকবে এবং জান্নাতিরা যা চাইবে তা ই পাবে! (৪১:৩১) এমন হলেই তো আর কিছু লাগবে না!

জান্নাত: জানতাম, এটাই বাকি ছিল। আসলে আমি এ সম্পর্কিত লেখাগুলো পড়ে দেখেছি তো, তাই এই আয়াতটাও পেয়েছি। এটার ও বিশ্লেষণ দেখতে গিয়ে দেখলাম এখানে 'তোমাদের' বুঝাতে আরবি (لَكُمْ) ব্যবহৃত হয়েছে যেটা পুরুষবাচক সর্বনাম। এর মানে পুরুষ জান্নাতিরা যা চাইবে তা ই পাবে, নারীরা নয়।

রেশমি: হোক পুরুষবাচক সর্বনাম। এটা দিয়ে তো নারী পুরুষ দুটি ই বুঝাতেও পারে!

জান্নাত: তাহলে কুরআনে ৩:১৯৫; ৪:১২৪; ৯:৭২; ১৬:৯৭; ৩৩:৩৫; ৪৮:৫; ৫৭:১২ আয়াতগুলোতে কেন পুরুষ ও নারীকে আলাদা সম্বোধন করে বলা হয়েছে তারা জান্নাতে যাবে, ক্ষমা, আল্লাহর সন্তুষ্টি, অফুরন্ত রিজিক পাবে? এর মানে নারী পুরুষ উভয়েই এগুলো পাবে কিন্তু পুরুষরা 'হুর' এবং 'যা চাইবে তাই পাবে' যেটা নারীরা পাবে না। অর্থাৎ এর মানে দাঁড়ালো নারী জান্নাতে ঠিকই যাবে কিন্তু দুনিয়ার মতোই স্বাধীনতা পাবে না এবং পুরুষের দাসী/যৌনসঙ্গী হিসেবে থাকবে। বুঝলি রেশমি, ধর্ম নারীকে ইহকালও দেয়নি, পরকালও না!

রেশমি: তাহলে তুই বলতে চাস এত নিয়ম মেনে জান্নাতে গিয়েও পুরুষের দাসী হয়েই থাকতে হবে? জান্নাতে তো আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে, আমি আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাইব, তখন আল্লাহ কি বলবে?

জান্নাত: তখন যদি আল্লাহ বলে, আমি কুরআনে নারীদের শুধু জান্নাত আর জান্নাতে রিযিক দিবো বলেছি, অন্য কিছুর কথা তো বলিনি। তখন তুই কি বলবি? ঘুরে ফিরে জান্নাত পাওয়া আর না পাওয়া নারীর জন্য একই!

রেশমি : জান্নাত না পাই, জাহান্নামের আজাব থেকে তো বাঁচতে পারবো!

জান্নাত : তুই কি জানিস না অধিকাংশ নারীই জাহান্নামে যাবে? সহীহ বুখারীর ৩০১/৩০৪ নং (সহীহ) হাদিস অনুযায়ী অধিকাংশ নারী দোযখে যাবে, তাও কেন জানিস? স্বামীকে নারীরা অবজ্ঞা করে, কুরআনে আমাদের সাক্ষ্যকে অর্ধেক করা হয়েছে তাই আমাদের বুদ্ধি কম, আমাদের পিরিয়ডের সময় নামাজ, রোজা করা নিষেধ তাই আমাদের দীনদারি কম। অথচ এইসব তো স্রষ্টারই দেয়া বৈশিষ্ট্য/বিধান বলে দাবি করা হয়। এমন যুক্তিতে তোকে জাহান্নামে দিলে তুই কি শত চেষ্টা করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবি? আর তোর কি মনে হয় এমন অযৌক্তিক বিধান মহাবিশ্বের স্রষ্টা বা তার নবীর হতে পারে? একটু ভেবে দেখিস।

[৮]

নারীর উত্তরাধিকার

জান্নাতের ফুফু এসেছে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলতে। তার স্বামীর ব্যবসায়ের জন্য কিছু টাকা প্রয়োজন। কিন্তু সে টাকা ধার বা সাহায্য হিসেবে নিতে চায় না, বাবার যে সম্পত্তিটুকু পাবে সেগুলোর বিনিময়মূল্য হিসেবে নিতে চায়। তাই জান্নাতের বাবাকে বললো,
'ভাই, বাবার সম্পত্তি আমি কতটুকু পাবো?'

জান্নাতের বাবা: কতটুকু পাবি মানে? বাবা তো এমন কিছু বলে যায়নি!

জান্নাতের ফুফু: বলে না গেলেও শরীয়তের বিধান আছে না? আপনার অর্ধেক পরিমান তো পাওয়ার কথা!

বাবা: কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার আগে বলে গেছে, তোকে যেন অবহেলা না করি, তোর খেয়াল রাখি। তোকে কি কোনোদিন অবহেলা করেছি?

এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিলো জান্নাতের মা, এবার মুখ খুললো।

জান্নাতের মা: কিন্তু, উনি তো তোমাকে নিষেধ করেনি বোনকে সম্পত্তির অংশ দিতে।

বাবা: তুমি চুপ থাকো। তোমার বাপেরও তো কম সম্পত্তি নাই। ভাইদের কাছ থেকে আনতে পারছো কিছু? আর ওকে তো আমিই বিয়ে দিয়েছি সে খরচের হিসেব করবে কে?

ফুফু: বাবা থাকলে তো বাবার সম্পত্তি থেকেই আমার বিয়েতে খরচ করতো, তাহলে সেটাকে আলাদা ইস্যু বানাচ্ছেন কেন? ভাবী বাপের বাড়ি থেকে সম্পত্তি আনতে পারলে তো ঠিকই খুশি হতেন, অথচ নিজের বোনকে দিতে কত যুক্তি খোঁজেন। সব

পুরুষই এরকমভাবে নারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে! অর্ধেক সম্পত্তি পায় মেয়েরা তা ই দিতে চান না, সমান সম্পত্তি হলে কি করতেন?

বাবা: কোথায় অর্ধেক? মেয়েরা বাপের বাড়ির অংশ পায়, স্বামীর অংশ পায়, সন্তানের অংশ পায়, মোট মিলেয়ে তো পুরুষের সমানই।

জান্নাত: বাবা, এই তো গোঁজামিল দিচ্ছেন। পুরুষরা কি স্ত্রীর সম্পত্তির অংশ পায় না? পায়, বরং বেশি পায়। সন্তান না থাকলে স্ত্রী মৃত স্বামীর চার ভাগের এক ভাগ পায় অথচ স্বামী মৃত স্ত্রীর অর্ধেক সম্পত্তি পায়! আবার সন্তানের সম্পত্তিও বাবা, মায়ের সমানই পায় (ছয় ভাগের এক ভাগ)। সন্তান যদি নিঃসন্তান হয়, পিতা মাতাই উত্তরাধিকারী থাকে তখন মা পায় তিন ভাগের এক ভাগ আর পিতা দুই ভাগ! (সুরা নিসা: ১১-১২)। মেয়েদের সব ক্ষেত্রে কম দেওয়ার পরেও হাদিসে আছে, সম্পত্তি বাকি থাকলে সেগুলোও পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করে দিতে! [১]

বাবা: মেয়েটা চরম বেয়াদব হয়ে গেছে। মুরুব্বিদের কথার মধ্যে কথা বলে। অর্ধেক তো দূরের কথা, তোর মতো বেয়াদব মেয়েকে কানাকড়িও দিবো না!

ফুফু: থাক মা জান্নাত, তুই কিছু বলিস না। অন্যের হক মেরে খাইলে আল্লাহই বিচার করবো!

জান্নাত: এটাই তো মেয়েদের সমস্যা, অধিকার বঞ্চিত হয়ে প্রতিবাদ না করে, আল্লাহর কাছে বিচার দেয়। আল্লাহ কি তার নবীরও বিচার করবে? সে ও তো তার মেয়ে ফাতিমাকে কোনো সম্পত্তি দিয়ে যায় নাই। আবু বকর আর আয়েশা বাপ মেয়ে মিলে ফাতিমাকে বাপের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে।[২] আবার নবী মুহাম্মদের দাদা বেঁচে থাকতে বাবা মারা যাওয়ায় কোনো সম্পত্তিই পায়নি, (সেই আইন ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান সংশোধন করেছিল মুসলিম পারিবারিক আইন নামে) অনেক সম্পত্তি

১। সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদিস নং ৬২৭৯, ৬২৮১
২। সহীহ বুখারী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হাদীস নং ৬২৭০-৬২৭৪

খাদিজার সূত্রে পেয়েছিল, অথচ কুরআন অনুযায়ী খাদিজার মেয়ে কুলসুম, জয়নাব, রুকাইয়া ও ফাতেমা সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাওয়ার কথা আর নবী মুহাম্মদ পাওয়ার কথা এক চতুর্থাংশ! অথচ মেয়েদেরকে সে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে নবী মুহাম্মদ, ফলে সন্তানদের নিয়ে ফাতেমাকে অভাবে দিন কাঁটাতে হয়েছে। নবী মুহাম্মদই যেখানে কুরআন মানেনি সেখানে আমার বাবা কোন ফেরেশতা?

জান্নাতের বাবা প্রচন্ড রেগে বললেন, 'বেয়াদব মেয়ে, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ, নাহলে তোকে খুনও করে বসতে পারি!'

অগত্যা পাশের রুমে চলে গেল জান্নাত।

[৯]

দেন-মোহর

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে সেই যে এসে শুয়েছে, এখনও বিছানা ছেড়ে উঠেনি জান্নাত। তার মা ডাকতে এসেছে তাকে।

মা: জান্নাত, ওঠ। সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে থাকতে নেই।

জান্নাত: মা, এসব কুসংস্কার। আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম বাবা কি কারো হক ই ঠিকমতো আদায় করে? অথচ কত ধার্মিকতা দেখায়!

মা: এভাবে বলতে নেই। তোর বাবা এতটাও খারাপ নয়।

জান্নাত: আচ্ছা মা, তোমার কাবিনের (দেনমোহরের) টাকা বাবা তোমাকে দিয়েছে?

মা: হঠাৎ এ প্রশ্ন করলি! আমিই আসলে কখনও চাইনি। আসলে আমাদের সমাজে ডিভোর্স ছাড়া কাবিনের টাকার কথা কেউ তোলে না!

জান্নাত: মা, এটা তো তোমার অধিকার! সুরা নিসার ৪নং আয়াত অনুযায়ী বাবাই তোমাকে খুশি মনে এটা দিয়ে দেওয়ার কথা!

মা: দেনমোহর টা আসলে একপ্রকার সিকিউরিটি হিসেবে কাজ করে। দেনমোহর কয়েক লাখ টাকা হওয়ায় এটা আদায় করার ভয়ে পুরুষরা সহজে তালাক দেয় না। নাহলো তো কথায় কথায় তালাক দিয়ে দিতো।

জান্নাত: মা, কিন্তু হাদিস তো বলে অন্য কথা। মেয়ে হিসেবে তোমার সঙ্গে একথা বলতে খারাপ লাগছে। সহীহ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী দেনমোহর মেয়েদের বিশেষ অঙ্গ ভোগ করার অধিকার! বিয়ের দেনমোহরের মাধ্যমে কত সম্মান দিয়েছে ইসলাম

মেয়েদের, বিশেষ অঙ্গের মূল্য দিচ্ছে। আর পুরুষ যদি এই টাকাটাও না দেয়, দুনিয়াতে ইসলাম কোনো শাস্তির ব্যবস্থা তো রাখেইনি, তথাকথিত মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৬১ অনুযায়ীও দেনমোহর না দিলে স্বামীর শাস্তি ২০০ টাকা!! জরিমানা অনাদায়ে ১ মাস জেল বা উভয়দন্ড!

মা: কি বলিস তুই এসব! আসলেই কি এগুলো সত্যি?

জান্নাত : মা, তোমার মেয়ে হয়ে তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলে আমার কি লাভ? তবুও তুমি নিজেই হাদীসটি পড়ে দেখো।[১] নারীরা ইসলাম সম্পর্কে কম জানে বলেই বেশি মানে, ইসলাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানলে কোনো নারীর এ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকতে পারে না।

১। আবূল ওয়ালীদ (রহঃ) ... উকবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... বলেছেন, সকল শর্তের চেয়ে শাদীর শর্ত পালন করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য এই জন্য যে, **এর মাধ্যমেই তোমাদেরকে মহিলাদের বিশেষ অংশ ভোগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে**। [সহীহ বুখারী; ইসলামি ফাউন্ডেশন ৪৭৭৪; খন্ড ৭, হাদীস ৮১ (ইংরেজি)]

[১০]

নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা

জান্নাতের মা জান্নাতের কথাগুলো শুনে চিন্তায় পড়ে গেলো। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, বিয়ে তো নারী পুরুষ দুজনেরই জৈবিক চাহিদা পূরণের পদ্ধতি, তাহলে শুধু নারীকে এর জন্য দেনমোহর দেয়া হবে কেন?

জান্নাত: বলতে খারাপ শুনালেও ধর্ম নারীদেরকে পুরুষের যৌনদাসী মনে করে, একজন পতিতারও 'না' বলার অধিকার থাকে, কিন্তু একজন স্ত্রীর স্বামীকে না বলার অধিকার নেই। হাদীসে আছে, স্বামীর বিছানা ছেড়ে থাকলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দেয় এবং বেহেশতে থাকা স্বামীর হুরেরাও ঐ স্ত্রীর উপর অসন্তুষ্ট হয়। [১]

মা: মেয়েদের কি ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকতে পারে না?

জান্নাত: না, মা। সহীহ মুসলিম, বই ৮, হাদীস ৩২৪০ অনুযায়ী নবী মুহাম্মদ ও তার চামড়া পাকা করার কাজে ব্যস্ত বউয়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, বউয়ের ইচ্ছা/অনিচ্ছা না জেনেই। নবী যখন এমন করেছেন, সেটাই তো ইসলাম!

মা: জান্নাত, এসব জেনে কি লাভ? ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার অধিকার তো আমাদের নেই! নিয়তি বলেই মেনে নিতে হবে এসব।

জান্নাত: মা, ধর্মই তো নারীর এ করুণ অবস্থার জন্য দায়ী। কুরআন বলে (৭:১৮৯; ৩০:২১) নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের স্বস্তি পাওয়ার জন্য, শস্য বা সন্তান উৎপাদনের জন্য (২:২২৩)! হুজুররা প্রায় বলে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য আর বাকি সবকিছু মানুষের জন্য। এ আয়াতগুলো অনুযায়ী নারীরা মানুষের কাতারে পড়ে না, মানুষের ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে পড়ে।

'ধর্মগুলোতে নারীর এমনই মর্যাদা.
মানুষই নয় নারী, পুরুষের আধা!' (অর্ধেক)

১। সহীহ মুসলিম, বই ৮, হাদিস ৩৩৬৬-৩৩৬৮

[১১]

ইসলামের নামে রাজনীতি

জান্নাত আর তার মা বসে কথা বলছিল। এমন সময় তিনজন বোরকা পরা মেয়ে তাদের ঘরে আসলো। একজন সামনে, দুজন পেছনে দেখেই অনুমেয় যে সামনের জন দলনেতা। তিনজন একত্রে সালাম দিলো,
আসসালামু আলাইকুম, মুহতারমা।

জান্নাতের মা: ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনারা কারা?

দলনেতা: জ্বি, আমরা কিছু দরকারি কথা বলতে এসেছি।

জান্নাত: বলুন, কি বলবেন!

দলনেতা : সামনেই তো নির্বাচন। মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ) তার 'জাওয়াহিরুল ফিকহ' গ্রন্থে বলেছেন, ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট হচ্ছে তিনটি বিষয়ের সমষ্টি-
(১) সাক্ষ্য প্রদান, (২) সুপারিশ, (৩) প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা প্রদান।
তাই বুঝতেই পারছেন ভোট দেওয়া কত গুরুত্বপূর্ণ!
আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

> *যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্যে সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। [সুরা নিসা ৪:৮৫]*

বুঝতেই পারছেন, ভালো লোককে ভোট দিলে সওয়াবও পাবেন।
আবার আল্লাহ বলেছেন,

> *তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা করা, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। [সুরা বাকারা ২:২৮৩]*

এর মানে, জেনে শুনে ভোট না দিলে পাপী হবেন। তাই আমাদের ইসলামি দলের সৎ নেতাকে ভোট দিয়ে আপনাদের ঈমানি দায়িত্ব পালন করবেন।

জান্নাত: আমার কিছু কথা আছে। আপনারা বললেন ভোট মানে সাক্ষ্য, তো কুরআন (২:২৮২) অনুযায়ী আমাদের ভোট কি অর্ধেক হবে? হয়তো বলবেন, নারীদের সাক্ষ্য শুধু আর্কিক লেনদেনে অর্ধেক, কিন্তু বুখারীর ২৪৮২ নং হাদিসে স্পষ্ট বলা আছে নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক কারণ নারীদের জ্ঞান কম! আপনাদের দল ক্ষমতায় আসলে কি নারীদের জন্য অর্ধেক ভোটের ব্যবস্থা করবেন? আপনারা মুখে ইসলামের কথা বলেন, অথচ ইসলামবিরোধী গণতন্ত্রের নির্বাচনে ভোট চান কেন? কুরআন বলে,

> *আর যদি আপনি পৃথিবীর **অধিকাংশ লোকের** কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। [সুরা আন'আম ৬:১১৬]*

আপনাদের কাছে কি কুরআনের চেয়ে ক্ষমতায় যেকোনভাবে যাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

আবার আপনারা এসেছেন সংসদ সদস্য নির্বাচনে ভোট চাইতে, যারা নির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদে আইন/বিধান প্রণয়ন করবেন। অথচ কুরআন বলে, *আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই [সুরা ইউসুফ ১২:৪০] ।* এর মানে এখানেও কুরআনের বিরুদ্ধে আপনারা।

দলনেতা: না, মানে আসলে আমরা ক্ষমতায় গেলে কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠা করবো।

জান্নাত: এটা তো তাহলে দুই নাম্বারি, প্রতারণা! কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন বিরোধী পদ্ধতিই অবলম্বন করবেন? আর একটা কথা আমরা নারীরা যে আপনাদের দলকে ভোট দিবো, আপনাদের দলে তো কোনো নারী প্রার্থীই নেই। নারীদের কথা সংসদে কে বলবে?

দলনেতা: দেখুন, যে জাতির নেতৃত্বে নারী থাকে সে জাতি সফল হতে পারে না। তবে নবী যেভাবে নারী না হওয়া সত্ত্বেও নারীদের কথা, সমস্যা ইত্যাদি বুঝেছেন, আমাদের নেতারাও বুঝবেন।

জান্নাত : কেন সফল হতে পারবে না? নারীকে এত অসমর্থ ভাবেন, আবার নারীদের ভোট চান কোন যুক্তিতে? আপনাদের নেতারা নিজ দলে নারী রাখে না, অথচ নারীর নেতৃত্বে সরকারের মন্ত্রী হয়! বাহ, আপনাদের ইসলাম! ক্ষমতার জন্য সবই জায়েজ আপনাদের কাছে!

দলনেতা আর কিছু বলতে পারলো না। আল্লাহ হাফেজ বলেই সঙ্গী দুজনকে নিয়ে চলে গেলো।

[১২]

বিধবা বিবাহ ও ইসলাম

ক্লাসে আজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে পড়ানো হয়েছে। তাই প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে বিধবা বিবাহের কথা। ক্লাস শেষে এ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করলো জান্নাতের সহপাঠী সালমা।

সালমা: কেমন একটা বর্বর ধর্ম ছিলো হিন্দুধর্ম! একটা পুরুষ বুড়ো বয়সে বিপত্নীক হলেও কিংবা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার জৈবিক চাহিদা থাকলে বিবাহ করতে পারতো অথচ একটা মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হলেও তার বিয়ের অনুমতি ছিলো না! এদিক দিয়ে ইসলাম অনেক উদার, আমাদের নবী নিজেই বিধবা বিবাহ করেছিলেন।

জান্নাত : হিন্দু সমাজের এটা অমানবিক রীতি ছিলো মানছি, কিন্তু ইসলাম এ ব্যাপারে উদার এটা মানতে পারছি না।

সালমা: তুই কি হিন্দুদের পক্ষপাতিত্ব করবি?

জান্নাত: না, আমি নিরপেক্ষভাবে বলতে চাই। হিন্দু সমাজের এ অমানবিক নীতি সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামের কোনো অমানবিক নীতি সংস্কার করা কি আদৌ সম্ভব? আর ইসলাম এ ব্যাপারে উদার, কথাটা মোটেই ঠিক নয়। নবী মুহাম্মদ নিজে বিধবা বিবাহ করলেও এটাকে উৎসাহিত করেননি, বরং কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে উৎসাহ দিয়েছেন। হাদীসে আছে,

> *আহমদ ইবন হাম্বল (রহঃ) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসুল (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, সে কি কুমারী, নাকি অকুমারী? আমি বলি, অকুমারী। তিনি বলেন, তুমি কোন কুমারী স্ত্রীলোককে কেন বিবাহ করলে না, যার সাথে তুমি আমোদ- ফুর্তি করতে পারতে এবং সেও তোমার সাথে আমোদ- ফুর্তি করতে পারতে [সুনানে আবু দাউদ - ২০৪৪]*

সালমা: তাই নাকি? জানতাম না তো! যাই হোক, ইসলাম তো আর বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করার মতো অমানবিক বিধান দেয়নি!

জান্নাত: এ সম্পর্কিত অমানবিকতার চরম উদাহরণ রেখে গেছেন নবী মুহাম্মদ। কুরআনের ৩৩:৬ অনুযায়ী নবীর স্ত্রীরা মুমিনদের মা, তাই তাদের বিয়ে করা মুমিনদের নিষিদ্ধ ছিল! আয়েশা অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পরেও এই অমানবিক বিধানের জন্য আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। এটা কি আয়েশা, জয়নব, হাফসা সহ অল্পবয়সী স্ত্রীদের জন্য অমানবিক বিধান ছিলো না? অথচ নবী তার স্ত্রীদের মুমিনদের মা বললেও নিজেকে বাবা দাবি করেনি, এমনটা করলে ১৩+ মেয়ে বিয়ে করতে পারতো না!

সালমা: কিন্তু এটা তো আল্লাহর বিধান, নবীর নয়!

জান্নাত : হাসি পাচ্ছে আমার! এত বড় মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ দিবে এমন হাস্যকর অমানবিক বিধান? তাহলে মুহাম্মদকে মুমিনাদের বাবা বলে তার বিয়ে নিষিদ্ধ করলো না কেন? আর তুই ই ভেবে দেখ, এটা যে আল্লাহ বলেছে বলে দাবি করা হয়, সেটার একমাত্র সাক্ষীও মুহাম্মদ নিজে, যার স্বার্থেই কুরআনের আইনগুলো হয়েছে!

[১৩]

পিরিয়ড ও ইসলাম

কলেজে দুপুরে বিরতির সময়ে মেয়েরা মেয়েদের নামাজ পড়ার নির্ধারিত স্থানে গিয়ে নামাজ পড়ে আসে। আগে জান্নাত, রেশমিও যেতো। আজ তাই দুপুরে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় বান্ধবীরা বললো, চল নামাজ পড়ে আসি।

জান্নাত : আমি যাবো না, তোরা গেলে যা।

জান্নাতের বান্ধবীদের একজন ফারজানা। সে বলে উঠলো, "ওর মনে হয় পিরিয়ড চলে!"

জান্নাত: না, এমনিতেই পড়বো না। যে ধর্ম দাবি করে পিরিয়ডের কারণে মেয়েরা অপবিত্র হয়, সে ধর্ম কোন যুক্তিতে মানবো?

ফারজানা: তুই মনে হয় হুমায়ুন আজাদের 'নারী' পড়েছিস। ঐ বইয়ে কুরআনের ভুল অনুবাদ করে বোঝানো হয়েছে যে কুরআন ঋতুকালীন নারীদের অপবিত্র বলেছে!

> *"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। **বলে দাও, এটা অশুচি।** কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন।" [সুরা বাকারা ২:২২২]*

অথচ এ আয়াতে **أَذًى** বলতে অপবিত্র নয়, কষ্টদায়ক বুঝানো হয়েছে! এভাবেই কুরআনের ভুল অনুবাদ দিয়ে নাস্তিকরা অপপ্রচার চালায়!

জান্নাত: তাই নাকি? এরকম একটা লেখা আমিও পড়েছি, সেখানে শুধু এই শব্দতে ফোকাস করে আয়াতের বক্তব্যকে আড়ালের অপচেষ্টা করা হয়েছে। তুই আয়াতটা পড়ে দেখ, আয়াতে বলা হয়েছে *'যতক্ষণ না তারা **পবিত্র** হয়ে যায়'*, *' উত্তম রূপে **পরিশুদ্ধ** হয়ে যাবে'*, *'এবং **অপবিত্রতা** থেকে যারা বেঁচে থাকে'*। এগুলির মানে কি দাঁড়ায়?

ফারজানা: যাই হোক, ইহুদিরা তো একেবারে স্পর্শ করাটাও অপবিত্র মনে করতো, ইসলাম তো সেটা মনে করে না। শুধু মিলন ছাড়া সবই করা যাবে। এমনকি স্বামীর সেবা করাও যাবে!

জান্নাত : তোরা কি একটুও চিন্তা করিস না। পিরিয়ডের সময় কোথায় নারীকে সেবাযত্ন করার কথা বলবে তা নয়, স্বামীর দাসত্ব করার সুযোগ দেয়া নিয়েই তোরা মহাখুশি!

ফারজানা: ওসব বাদ দে। ইসলামের শুধু খারাপ দিকই চোখে পড়ে তোর, ভালো দিক চোখে পড়ে না? ইসলামে পিরিয়ডের সময় নামাজ পড়া থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, এমনকি কাযাও[১] পড়তে হবে না পরে। এমন সুযোগ আর কোন ধর্ম দিয়েছে?

জান্নাত : প্রায় সব ধর্মই পিরিয়ডের সময় মেয়েদের অপবিত্র মনে করে বিধায় ধর্ম পালনে নিষেধ করেছে। তবে ইসলামই সম্ভবত একমাত্র ধর্ম যেটা একইসঙ্গে নামাজ কাযাও পড়া লাগবে না বলেছে, আবার একে নারীদের দ্বীনদারির (ধার্মিকতার) দূর্বলতা হিসেবে দেখেছে। এটাকে নারীদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসেবেও উল্লেখ করেছে। বড়ই অদ্ভুত ধর্ম, তাই না?

ফারজানা: তুই তো নাস্তিক হয়ে গেছিস! তোর যাওয়া লাগবে না, আমরাই যাই। আমার হিসেব তো আমাকেই দিতে হবে!

১। কোনো কারনে কোনো সালাত বা নামাজ ছুটে গেলে সেটা পরে পুনরায় পড়ে নেওয়াকে কাযা বলা হয়।

জান্নাত: যা। তবে আফসোস, এত ধর্ম পালন করেও শুধুমাত্র পিরিয়ডের সময় নামাজ না পড়ায়, সাক্ষ্য অর্ধেক হওয়ায় কিংবা স্বামীর একটুও অবাধ্য হলে বা স্বামী অসন্তুষ্ট হওয়ার জন্য জাহান্নামে জ্বলবি!

ফারজানা: দেখা যাবে মরার পর, তখন বুঝবি।

জান্নাত : মরার পর দেখে কিভাবে? বুঝে কিভাবে?

“দূর তোর সাথে কথা বলতে গিয়ে নামাজে যেতে দেরী হয়ে গেল। দুপুরের বিরতি তো শেষ হয়ে এলো।” বলে ফারজানা নামাজ পড়তে চলে গেলো।

[১৪]

মুহাম্মদের বিধান; নিজে থেকে নাকি ঐশ্বরিক?

ফারজানা নামাজ শেষ করে অন্যদের সাথে ক্লাসরুমে ফিরে আসলো। ফিরে আসতেই জান্নাত ডাকলো, 'ফারজানা, শুনে যা।'

ফারজানা: তুই আবার ঐসব বলবি নাকি?

জান্নাত: না, মানে তুই যে দাবি করলি ঐ আয়াতে পিরিয়ড অপবিত্র নয়, ক্ষতি বলা হয়েছে, এজন্য ঐ সময় যৌনমিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনটা হলে তো কুরআন ভুল কেননা আমি অনেকগুলো মেডিক্যাল সায়েন্সের ওয়েবসাইটে দেখলাম, পিরিয়ডের সময় সেক্স নিরাপদ, ক্ষতিকর নয়[১]। তাহলে ঐ আয়াতে ক্ষতিকর বলা হলে সেটা কুরআনের ভুল।

ফারজানা: দেখ, আল্লাহ আমাদের বানিয়েছে, তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন কোনটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। মেডিক্যাল সায়েন্স তো অনেককিছুই এখনও জানে না, আর মেডিকেল সায়েন্স ভুল হতে পারে না, এমন তো নয়!

জান্নাত : কিন্তু অনেকের উপর গবেষণা করেই তো মেডিকেল সায়েন্স এটা বলেছে। নবী মুহাম্মদও তো কিছু বিধান অন্যদের দেখে দিয়েছেন!

ফারজানা: যা তা বলবি না। নবী যা বলতো তা আল্লাহর হুকুমেই বলতো, নিজ থেকে যা খুশি তা বলতো না!

১। অনলাইনে পাবেন এখানে https://www.health.com/sex/health-benefits-period-sex
https://www.healthline.com/health/womens-health/sex-during-periods
https://www.everydayhealth.com/news/it-safe-have-sex-during-your-period/

জান্নাত: তাই নাকি? এ হাদিসের ব্যাপারে কি বলবি?[১]

> *"খালফ ইবনু হিশাম ও ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) জুদামা বিনত ওয়াহাব আসাদিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, আমি গীলা (স্তন্যদায়িনী স্ত্রীর সাথে সঙ্গম) নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ইচ্ছে করলাম। **এরপর আমার নিকট আলোচনা করা হল যে, রোম ও পারস্যবাসী লোকেরাও তা করে থাকে, অথচ তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।**"*

এর মানে নবী মুহাম্মদ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বিধান দিতেন। আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী দিলে নিশ্চয়ই ভুল বিধানের ইচ্ছা করে সংশোধন করতে হতো না। আবার দেখ, তিনি মানুষের মুখে মানুষের অভিজ্ঞতা শুনে বিধান দিচ্ছেন! এর মানে তার দেওয়া সব বিধান (আসলে কোনো বিধানই) আল্লাহর নয়!

ফারজানা: হাদিসটা তো ভুল বা দূর্বল ও হতে পারে!

জান্নাত: জানতাম, এমনটাই বলবি। এই হাদীসটি নিরীক্ষণ করে সহীহ বলা হয়েছে। আসলে একজন পুরুষ যখন নারী সম্পর্কিত বিধান দিবে তখন নিজের অভিজ্ঞতা না থাকায় অন্যদের থেকে শুনে বিধান দিতে হয়, যা অনেক সময়ই সঠিক বা উপযুক্ত বিধান হয় না। কোনো নারী-নবী না থাকলে যা হয় আর কি!

ফারজানা: সত্যি বলতে, এ ব্যাপারটা আমাকেও ভাবায়। বিশ্বের অর্ধেক মানুষ নারী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ কেন নারী-নবী দিলেন না! আবার অধিকাংশ আলেমও পুরুষ হওয়ায় আমাদের অনেক কথাই নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞেস করতে পারি না!

১। সহীহ মুসলিম, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৩৪৩৩

[১৫]

নারীর সালাত শিক্ষা

কলেজ শেষে একসাথেই বাসায় ফিরছে জান্নাত ও ফারজানা। বিরতি শেষ হয়ে ক্লাস শুরু হয়ে যাওয়ায় ঐ আলোচনা শেষ করতে পারেনি। তাই জান্নাতই প্রথম বিরতির সময় হওয়া আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে আনলো। বললো,
"ফারজানা, তুই যে বিরতির সময় নামাজ পড়লি, তুই কি জানিস এই নামাজ পড়ার পদ্ধতি কুরআনে আছে কিনা?"

ফারাজানা: কুরআনে নেই শুনেছি, হাদিসে তো আছে!

জান্নাত: তা কখনও হাদিসগুলো নিজে পড়ে যাচাই করে সেভাবে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেছিস?

ফারজানা: তা করিনি, তবে ছোটবেলায় হুজুরের কাছে, এরপর মায়ের কাছ থেকে শিখেছি।

জান্নাত: তা, তুই একবারও যাচাই করে দেখবি না তাদের শেখানো পদ্ধতি ঠিক আছে কিনা? সারাজীবন যদি ভুল পদ্ধতিতে নামাজ পড়িস, তাহলে তোর কষ্টটা বৃথা যাবে না?

ফারজানা: এ ভাবে তো ভাবিনি। তবে হুজুর এবং মা তো ভুল শিক্ষা দিবে না, ভুল শিখিয়ে তাদের তো কোনো লাভ নেই।

জান্নাত: তা নামাজে সেজদার সময় তো হুজুর আমাদের শিখিয়েছিল দুহাত জমিনের সাথে মিশিয়ে দিতে! তুই তো সেইভাবেই এখনও নামাজ পড়িস, তাই না?

ফারজানা: তো, তাতে কি হয়েছে?

জান্নাত: আমি এটা হাদিসে আছে কিনা খুঁজতে নেটে সার্চ করেছিলাম। কি পেয়েছি দেখ।

এই বলে জান্নাত ফারজানাকে মোবাইলে প্রিয়কম এ *মাওলানা মিরাজ রহমান* এর একটা আর্টিকেল দেখালো, [১]

> *"বিখ্যাত তাবেঈ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, একবার নবীজি (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাজরত দুই নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে (সংশোধনের উদ্দেশ্যে) বললেন, **যখন সিজদা করবে তখন শরীর জমিনের সাথে মিশিয়ে দেবে। কেননা নারীরা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতো নয়।**'[কিতাবুল মারাসীল ইমাম আবু দাউদ হা নং ৮০] আবু দাউদ (রহ)-এর উক্ত হাদিস সম্পর্কে গায়েরে মুকাল্লিদদের বিখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দিস নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান 'আউনুল বারী' ১/৫২০-এ লিখেছেন, **এই মুরসাল [২] হাদিসটি সকল ইমামের উসুল ও মূলনীতি অনুযায়ী দলিল হওয়ার যোগ্য।"***

এই অংশটি দেখে ফারজানা জান্নাতকে বললো, "দেখেছিস, আমি ঠিকভাবেই নামাজ পড়ি! তুই ই শুধু শুধু প্যাঁচাস!"

জান্নাত: এত খুশি হওয়ার কিছু নেই, এবার এটা দেখ।

> *"মুহাম্মদ ইবনু বাশশার (রহঃ) আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিজদায় (অঙ্গ প্রত্যঙ্গের) সামঞ্জস্য রক্ষা কর এবং **তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দু'হাত বিছিয়ে না দেয় যেমন কুকুর বিছিয়ে দেয়।"*** [৩]

জান্নাত: এইবার কি বলবি?

১। https://www.priyo.com/articles/নারী-ও-পুরুষের-নামাজ-আদায়ের-পদ্ধতি-এক-নাকি-ভিন্ন

২। **মুরসাল হাদিস:** যে হাদীসের সনদে ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ সরাসরি রাসুলুল্লাহ এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

৩। সহীহ বুখারী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৭৮৪

ফারজানা: সহীহ বুখারীতে এমন আছে? আমি তো জানতাম বুখারীর হাদিসগুলোই বেশি গ্রহণযোগ্য! তাহলে কি আমরা....

ফারজানার কথা শেষ না হতেই জান্নাত বলে উঠলো,
"আমি এটাই বলতে চেয়েছি। ঐ দলীল গ্রহণযোগ্য হলে ইসলাম অনুযায়ী নারীরা পুরুষের মতো নয়, কুকুরতুল্য! আর ঐ দলীল যদি ভুল ই হয়, আমরা মেয়েরা হাদিস না জেনেই ভুল নিয়মে নামাজ পড়ে নিজেদেরকে বুখারীর হাদিস অনুযায়ী কুকুরতুল্যই করছি!"

ফারজানা: তুই এসব জানলি কিভাবে? নাকি ইসলামবিরোধীদের ব্লগ-ট্লগ থেকে জেনেছিস?

জান্নাত: ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী জীবন তো একটা পরীক্ষা, সে পরীক্ষার পথনির্দেশিকা হলো কুরআন ও হাদিস। আমি সে পথনির্দেশিকা জানা কি আমার অপরাধ নাকি তুই পথনির্দেশিকা না পড়েই অন্ধভাবে পথ চলা অযৌক্তিক?

ফারজানার এমন প্রশ্নে হতবুদ্ধি অবস্থা! সে নিজের অবস্থানের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারলেও কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ হয়ে গেলো।

[১৬]

বিকৃত কুরআন

একসাথে হাঁটলেও চুপ করে আছে ফারজানা। তাই জান্নাত ই নিরবতা ভাঙতে বললো,
"কিরে, চুপ করে আছিস কেন?"

ফারজানা: আসলে এ ব্যাপারগুলো আমি ভালোভাবে জানি না। জানতে হবে।

জান্নাত: তা, কোথা থেকে জানবি? কুরআনে তো নামাজ সহ অনেক বিষয়েরই বিস্তারিত নেই!

ফারজানা: কেন? হাদিস থেকে জানবো। আল্লাহই তো বলেছে নবীর জীবন থেকে শিখতে।

জান্নাত : কিন্তু সব হাদিস যে নবীর কথা সেটার নিশ্চয়তা কি? জাল বা ভুয়া হাদিসও তো অনেক আছে!

ফারজানা: তুই কি জেনেও না জানার ভান ধরছিস? সিহাহ সিত্তাহ বা ছয়টা বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ তো সর্বজনস্বীকৃত।

জান্নাত: তা সিহাহ সিত্তাহর ইবনে মাজাহ'র হাদিসে[১] তো আছে কুরআনের আয়াত ছাগলে খেয়ে ফেলেছিল, তাই সেটা কুরআনে লিপিবদ্ধ হয়নি। সেটা কি তুই বিশ্বাস করিস?

১। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রজম সম্পর্কিত আয়াত এবং বয়স্ক লোকেরও দশ ঢোক দুধপান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছিল, যা একটি সহীফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, **তখন একটি ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে**। [ইবন মাজাহ, খন্ড ৩, বই ৯, হাদিস ১৯৪৪, অনলাইনে পাবেন এখানে https://sunnah.com/urn/1262630]

ফারজানা: কি বলিস এসব? এটা নিশ্চয়ই জাল হাদিস হবে! আর কুরআনের আয়াত তো অনেকেরই মুখস্থ ছিলো, ছাগল খেয়ে ফেললেই হারিয়ে যাবে কিভাবে? আবার কুরআন সংকলনের সময় তো মা আয়েশা জীবিত ছিল, সে কি এ ব্যাপারে কুরআন সংকলনকারীদের জানাতো না?

জান্নাত : এটা হাসান[১] হাদিস। মুফতিরা হাসান হাদিসকেও দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ফতোয়া দেয়। আচ্ছা, কুরআন সংকলনের সময় আয়েশা জীবিত ছিল, অনেকের কুরআন মুখস্থ ছিল এসব তো কুরআনে লেখা নেই, নিশ্চয়ই হাদিস থেকেই জানা যায়, তাই না? তাহলে এক হাদিস দিয়ে কি অন্য হাদিসকে ভুল বলা যায়? কুরআন যে মুহাম্মদের উপর এসেছে, বিভিন্ন আয়াতের নাজিলের প্রেক্ষাপট সহ সবকিছু তো হাদিস থেকেই জানতে হয়, তাই না?

ফারজানা: তারপরও সহীহ হাদিস একটু বেশি গুরুত্ব পাবে। আর কুরআনে আল্লাহ নিজেই বলেছে কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিজে নিয়েছে, তাই হাদিস এর বিরুদ্ধে গেলে সে হাদিস তো বাতিল হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জান্নাত: তাহলে তুই কি মনে করিস, হাদীস সংকলকরা নিজেদের মনগড়া হাদিস সংকলন করেছে? কুরআনের আয়াত কোনটা আর কোনটা নয় সেটা কুরআন তো নিজে বলে দেয় না, হাদিস থেকে জানতে হয়। হাদিসকে বাতিল করে দিলে তো কুরআনের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। তোর কথা অনুযায়ী পক্ষে গেলে হাদিস সহীহ আর বিপক্ষে গেলেই বাতিল?

ফারজানা: সেটা বলিনি, তবে ঐ হাদিসকে হাসান বললেও সহীহ তো বলা হয়নি! হাদীস বিশারদরা অনেককিছু বিবেচনা করেই কোনো হাদিসকে সহীহ বলে।

১। **হাসান হাদিস:** যে হাদীসের মধ্যে রাবীর যাবত (ধারণ ক্ষমতা) এর গুণ ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত শর্তই পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। **ফক্বীহগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান নির্ধারণ করেন।**

জান্নাত : তুই তাহলে বলতে চাস সহীহ হাদিস নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সেটা অবশ্যই সত্য, তাই না? সহীহ হাদিসেও তো আছে, কুরআনে দশ ঢোক, পাঁচ ঢোক দুধপানের বিধান ছিলো যা বর্তমানে নেই। এর মানে কুরআন বিকৃত হয়েছে। সহীহ হাদিস মানলে কুরআনকে বিকৃত ও মানতে হয়।

সুনানে ইবনে মাজাহ'র ১৯৪২ নং হাদিসটি সহীহ যেখানে আছে,

> *"আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমদিকে কুরআনে এই বিধান ছিলো, যা পরে রহিত হয়ে যায়ঃ দশ ঢোক বা পাঁচ ঢোক দুধ পানের কমে নিষিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না।"*

সুনানে আবু দাউদের ২০৬২ নং হাদিসটিও সহীহ। সেখানে আছে,

> *"আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, মহান আল্লাহ কুরআনে প্রথম অবতীর্ণ করেছিলেন যে, দশ ঢোক দুধ পান করলেই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম। অতঃপর এ বিধান মান্‌সূখ করে পাঁচ ঢোক পানে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারামের বিধান বহাল করা হয়। **কুরআনের এই বিধান পাঠ বহাল রেখেই নবী ইনতিকাল করেছেন।**"*

এছাড়াও,

> *ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিলঃ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ "দশবার দুধপানে হারাম সাবিত হয়।" তারপর তা রহিত হয়ে যায় خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ এর দ্বারা। (পাঁচবার পান দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয়) তারপর **রাসুলুল্লাহ... ইন্তেকাল করেন অথচ ঐ আয়াতটি কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হত।**[১]*

এই হাদিস গুলি থেকে আমরা দেখতে পাই, এ বিধান কুরআনে থাকা অবস্থাতেই মুহাম্মদ মারা গিয়েছিল। এর মানে মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কুরআন থেকে আয়াত বাদ দেওয়া হয়েছে যা কুরআন বিকৃতির স্পষ্ট প্রমাণ।

১। সহীহ মুসলিম, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৩৪৬৬

ফারজানা: আল্লাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার পর কুরআন বিকৃত হওয়ার প্রশ্নই আসে না। সহীহ হাদিসও কুরআনের বিরুদ্ধে গেলে বাতিল হয়ে যাবে। কুরআন সত্য বিশ্বাস করা ফরজ, হাদিস বিশ্বাস করা ফরজ নয়।

জান্নাত : কিন্তু সহীহ হাদিসকেও অস্বীকার করলে কুরআনের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়। কুরআনে অধিকাংশ বিধানের পূর্ণ বিবরণ নেই, ফলে শুধু কুরআন মানলে ইসলাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সহীহ হাদিস অস্বীকার করার মানে দাঁড়ায় হাদিস সংকলকদের সততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা। সহীহ হাদিস অস্বীকার করলে ইসলামের অধিকাংশ বিধানই বাতিল হয়ে যায়। কুরআনে নামাজ পড়ার কথা থাকলেও বিবরণ নেই, সহীহ হাদিস অস্বীকার করলে কুরআনে নিয়ম না বলে দিয়ে বার বার নামাজ পড়তে বলা অনর্থক ও হাস্যকর হয়ে যায়। সহীহ হাদীস মানলে কুরআন বিকৃত, হাদীস না মানলে কুরআন অসম্পূর্ণ, নিরর্থক। আর একইসাথে হাদিস মানা ও না মানা অযৌক্তিক ও হাস্যকর।

ফারজানা আবারও চুপ হয়ে গেলো। তবে এবার মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো।

[১৭]

জান্নাতের বিয়ের আলাপ

বাসায় ফিরতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে জান্নাতের। বাবা আজ একটু আগেই বাসায় ফিরেছে। বাসায় ঢোকার সময়ই বাবা বললেন, "জান্নাত, তোর আজ ফিরতে দেরি হলো কেন?"

জান্নাত: ফারজানাদের বাসায় গিয়েছিলাম একটু।

বাবা: থাক আর বলতে হবে না। তুই বোরকা পরা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে কেন জানি তোকে আর বিশ্বাস হয় না!

জান্নাত: বিশ্বাস না করলে সাথে গেলেই তো পারো।

বাবা: সাথে তো যাওয়াই উচিত। সাথে কেউ থাকলে তো আর রাস্তাঘাটে ছেলেরা বিরক্ত করতে পারবে না।

জান্নাত: তাহলে তো ছেলেদের সাথেও অভিভাবক যাওয়া উচিত, তাহলেই তো অভিভাবকের সামনে তারা মেয়েদের বিরক্ত করতে পারবে না।

বাবা: বেশি কথা বলিস। এসব বাদ দে। তোর মা তোকে কিছু বলবে।

মা: না মানে, তোর বাবা তোর বিয়ের কথা বলছিল।

জান্নাত: সামনে আমার এইচএসসি পরীক্ষা। এসময় বিয়ে টিয়ে নিয়ে না ভাবলে হয় না?

মা: বিয়ে তো পরীক্ষার পরেই হবে। তোর বাবা তোর মত জানতে চায়। ছেলেকে তুই চিনিস, তোর চাচাতো ভাই মাহফুজ।

জান্নাত : যদি বলি আমি রাজি না। পরীক্ষার পরে বিয়ে করতেও রাজি না আর চাচাতো ভাইকেও না!

মা: তোর বাবা তো তোর চাচাকে একপ্রকার কথা দিয়েই ফেলেছে। তুই কি তোর বাবাকে তার ভাইয়ের কাছে ছোট করবি?

জান্নাত: তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করার মানে কি দাঁড়াল? আর এতই যখন আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে দেওয়ার শখ তাহলে চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ের কথা না বলে একেবারে চাচার সাথে বিয়ের কথা বললেই তো হতো!

বাবা: তুই অতিরিক্ত বেয়াদব হয়ে গেছিস। চাচার সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ আর চাচাতো ভাইয়ের সাথে বিয়ে বৈধ, দুটোকে মেলাচ্ছিস কেন? চাচার সাথে ভাতিজির বিয়ের কথা শুনলেও তো মানুষ ছিঃ ছিঃ করবে!

জান্নাত : কেন একটা নিষিদ্ধ হবে, আরেকটা বৈধ হবে? রক্তসম্পর্ক চাচার সাথে আছে, চাচাতো ভাইয়ের সাথে নেই? চাচার শরীরে আপনার রক্ত, চাচাতো ভাইয়ের শরীরে কি চাচার রক্ত না? আর নবী নিজেই তার মেয়ে ফাতেমাকে চাচা আলীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। সেটা নিয়ে কেউ ছিঃ ছিঃ করে না কেন?

বাবা: আলী ফাতেমার আপন চাচা ছিলো না। আপন চাচার সাথে বিয়ে অবৈধ।

জান্নাত: কিন্তু কেন? রক্তসম্পর্কের জন্য? আবু তালিব আর আব্দুল্লাহ একই রক্ত হলে মুহাম্মদ আর আলীও তো একই রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত!

বাবা অতিরিক্ত রেগে গিয়ে মাকে ডেকে বললো, “জান্নাতের মা, তোমার বেয়াদব মেয়েকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলো।”

জান্নাত: সামনে পরীক্ষা, এইসময় পড়া বাদ দিয়ে আপনাদের এসব বিয়ে-টিয়ের ঝামেলায় আমি থাকতেও চাই না। এক্সাম সেন্টার মামা বাড়ির পাশেই, আমি বইপত্র নিয়ে মামার বাড়িতেই চলে যাবো।

বাবা: ঐ বাড়িতে গেলে তোর জন্য আমার ঘরের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে দিলাম। আর জান্নাতের মা, তোমাকেও বলছি, আমার ঘর করতে চাইলে, ও (জান্নাত) চলে গেলে ওর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

ঘর হারানো, বাবা মায়ের সম্পর্ক হারানোর মতো কঠিন শর্ত সত্ত্বেও নিজের পড়াশোনার কথা ভেবে মামা বাড়িতে চলে গেলো জান্নাত। ভাবলো, বাবা হয়তো রাগের মাথায় এসব বলেছে, রাগ কমলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

[১৮]

নারীর বিবিধ আলোচনা

জান্নাত মামার বাড়িতে দীর্ঘ সময় থাকতে এসেছে জেনে মামা-মামী বাহিরে খুশি হয়েছেন দেখালেও ভেতরে ভেতরে যে খুশি হতে পারেনি সেটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে জান্নাত। মামা অবশ্য বলেছে যে, "তোর মা মানে আমার বোন এ বাড়িতে আসলে যেমন খুশি হই, তুই এসেছিস তেমনি খুশি হয়েছি, তুই আমার বোনের মেয়ে মানে আমার কাছে শান্তির (নিজের মেয়ের) মতোই।" তবুও শান্তিকে বলে ওদের বাসার পাশেই দুটো টিউশনি জোগাড় করে নিয়েছে জান্নাত। টিউশনির টাকাগুলো মামা নিতে না চাইলেও "মামা, আপনার কাছে জমা রাখেন" বলে মামার হাতে তুলে দেয়। মামা অবশ্য পরীক্ষা চলাকালীন টিউশনি করার প্রয়োজন নেই বলে বোঝায়, তবুও অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায়না বলে 'মাত্র তো দুটো ঘন্টা' এমন বলে পরীক্ষার মধ্যেও টিউশনি চালিয়ে যায় জান্নাত।

আজ লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে। শান্তি ও জান্নাত দুজনেই আজ পরীক্ষার চিন্তা হতে মুক্ত। এতদিনেও জান্নাতের বাবা-মা একবারও তার সাথে কথা বলেনি, মামা-মামীর সঙ্গে কথা হলেও জান্নাতের সঙ্গে কথা বলার প্রসঙ্গ আসলেই ফোন কেটে দেয়। জান্নাত ভাবতে পারে না বাবা-মা নিজেদের মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় কিভাবে এতটা কঠিন হৃদয়ের হতে পারে! তাই শান্তিকে জিজ্ঞেস করলো,

"শান্তি, তোর কি মনে হয়? বাবা কেন চাচাতো ভাইয়ের সাথেই আমার বিয়ে দিতে চায়?"

শান্তি: দেখ, তুই তোর বাবার একমাত্র মেয়ে। শরীয়তে যা-ই থাকুক সমাজে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তোর বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তুই আর বিয়ের পর তোর স্বামী। সেটা ভেবেই তোর বাবা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে হয়তো যাতে তার সম্পত্তি ভুল কারো হাতে না যায় কিংবা এমনও হতে পারে তোর চাচাই সম্পত্তির লোভে তোর বাবাকে ফুঁসলিয়েছে আর ভাইকে নাও বলতে পারেনি তোর বাবা।

জান্নাত : আমার বাবাই বা কেমন যে আমার পড়াশোনার চিন্তা না করেই বিয়ে দিয়ে দিতে চায়!

শান্তি: হয়তো তোর বাবাকেও তারা বলেছে বিয়ের পর তোকে পড়াশোনা করাবে যেটা অধিকাংশ ছেলেপক্ষই বলে। এমনটা বলে বিয়ে হওয়ার পর অনেক পরিবারই আর পড়ায় না কিংবা সংসারের কাজের চাপে ও বছর না যেতেই সন্তান নেওয়ার ফলে আর পড়াশোনাটা হয়ে ওঠে না। পড়াশোনার জন্য, চাকরির জন্য একটা ছেলের বেশি বয়সে বিবাহ নিয়ে কথা ওঠে না, যত তাড়াহুড়ো আমাদের মেয়েদের নিয়েই।

জান্নাত : আসলেই সব দোষ শুধু মেয়েদেরই। একটা ছেলে হাফ প্যান্ট পরে খালি গায়ে ঘুরলেও সমাজের কিছু যায় আসে না, আর একটা মেয়ে প্রচলিত পোশাক পরলেও বলে ওড়না কই, হিজাব কই, এমনকি বোরকা পরলেও বলে বোরকা আঁটোসাঁটো কেন? মেয়েরা যাই পরুক, দোষ খুঁজে বের করবেই আর ছেলেরা ধর্ষণ করলেও বলে মেয়ের পোশাকের দোষ, ছেলের নয়।

শান্তি: এসব বলে কি লাভ? আমাদের মেয়েরা তো বোরকা, হিজাব পরেই খুশি। কয়েদীর পোশাককেও (যে পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়) তারা ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছে। অসাম্প্রদায়িক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও আজ বোরকা, হিজাবে ভরপুর যেখানে একই রকম পোশাক পরতে বলা হয় ধর্ম, বর্ণ, সম্পদের উর্ধ্বে সবাই এক এই মানসিকতা গড়ে তুলতে। বোরকা, হিজাবের মতো সাম্প্রদায়িক পোশাক পরে বলে এটা নাকি তাদের স্বাধীনতা! তাহলে মহিলা মাদ্রাসায় বোরকা না পরে যাওয়াটা স্বাধীনতা মনে করে না কেন? অথচ এই বোরকার মধ্যে থাকা ও ঘর থেকে বের হয়ে সূর্যের আলো শরীরে না লাগানোর কারণে দেশের বহু মেয়ে ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সিতে ভোগে।

জান্নাত: সাধারণ মেয়েদের কথা বলে কি লাভ, দেশের অনেক মেয়ে ডাক্তার হিজাব দিয়ে এমনভাবে থাকে যা বোরকার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়! তারা তো শিক্ষিত!

শান্তি: তারা তথাকথিত শিক্ষিত। যে শিক্ষা মানুষের চিন্তার মুক্তি আনতে পারে না, গোঁড়ামি, কুসংস্কার দূর করতে পারে না সেটাকে কি প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়? দেশে অধিকাংশ মেয়ে গাইনী ডাক্তার হওয়াই পছন্দ করে, এই সংকীর্ণতার ব্যাখ্যা কি? যেখানে ছেলেরা সব ফিল্ডেই যাচ্ছে এমনকি গাইনী বিশেষজ্ঞও হচ্ছে। অনেকটা কৃওমি মাদ্রাসার মতো, ছেলেদের কিংবা ছেলে-মেয়ে উভয়ই পড়ে এমন মাদ্রাসার শিক্ষক হতে পারে না মেয়েরা অথচ শুধু মেয়ে পড়ে এমন মাদ্রাসায়ও প্রায় সব শিক্ষক পুরুষই হয়!

[১৯]

ধর্ষন

পরীক্ষা শেষ, অবসর সময়, তাই মামীর কাছে বলে শান্তি ও জান্নাত দুজনে ফারজানাদের বাড়িতে এসেছে। ফারজানার রুমে গিয়ে বসলো তিনজন। জান্নাত ফারজানাকে জিজ্ঞেস করলো, "কি করছিলি আমরা আসার আগে?"

ফারজানা: ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখছিলাম।

জান্নাত: কিসের ভিডিও?

ফারজানা: ইসলামে নারীরা অধিক নিরাপদ এ বিষয়ে একটা ভিডিও। তুই যে শুধু ইসলামের সমালোচনা করিস, তা ইসলামের আইন নারীবান্ধব না হলে ইসলামিক দেশগুলোতে ধর্ষণ অমুসলিম দেশের চেয়ে কম কেন? তথাকথিত উন্নত দেশ সুইডেনেও ধর্ষণের হার বেশি কেন?

শান্তি: আমি এ ব্যাপারে বলতে চাই। তুমি যে ভিডিও দেখেছ সেখানে সত্য গোপন করা হয়েছে। যে জরীপের কথা বলা হয়েছে সেটা ধর্ষণের মামলার সংখ্যার ভিত্তিতে করা হয়েছে, ধর্ষণের ভিত্তিতে নয়। সৌদি আরবে অনেক কম ধর্ষণের অভিযোগ রেকর্ড হয়েছে, তাহলে সৌদি ফেরত বাংলাদেশী নারীদের অভিযোগগুলো কি বায়বীয়? প্রকৃত সত্য হচ্ছে সৌদি আরবের সমালোচিত আইন অনুযায়ী উপযুক্ত সাক্ষী জোগাড় করতে না পারলে অভিযোগকারীরও জনসম্মুখে আশি বেত্রাঘাতের সাজা হতে পারে। আর শরীয়া আইন অনুযায়ী সে সাক্ষী হতে হবে চারজন পুরুষ বা আটজন নারী। যদিও একটি হাদিস[১] দিয়ে অনেকে দাবি করে ধর্ষণের জন্য নারীকে শাস্তি দেয়া হয়নি, শুধু নারীর সাক্ষ্য মেনে ধর্ষককে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করা হয়েছিল কিন্তু তারা এটা গোপন করে যে সে হাদীসটিতে ধর্ষক নিজেই দোষ শিকার করেছিল। তবে ধর্ষক দোষ স্বীকার করবে এমনটা বাস্তবে সচরাচর হয়না, সেক্ষেত্রে মেয়েটি সাতজন

১। অধ্যায় শেষে টিকায় হাদিসটি দেখুন।

নারী সাক্ষী হাজির করলেও তাকে বেত্রাঘাতের সাজা পেতে হবে এবং ধর্ষক মুক্তি পেয়ে যাবে। এমন নারীবিরোধী আইনের জন্যই ইসলামি আইনে চলা দেশগুলোতে ধর্ষিত হলেও মেয়েরা অভিযোগ করার সাহস পায় না। আবার আমাদের মতো দেশে ধর্ষিত হওয়াটা লজ্জার, বিচার চাইতে গিয়েও পদে পদে ধর্ষিতাকে মানসিক হয়রানির শিকার হতে হয়, ধর্ষককে লজ্জিত হতে হয় না, তাই ধর্ষক ঠিকই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় অন্যদিকে ধর্ষিতা ঘর থেকেই বের হতে পারে না, লজ্জায় অনেকসময় আত্মহত্যাও করে। অথচ অপরাধী ধর্ষক, ধর্ষিতা নয় যেটা উন্নত দেশের মেয়েরা ভাবে বলেই মামলা করে। আর সুইডেনে ধর্ষণের সংজ্ঞা ব্যাপক, নারীর অনুমতি ছাড়া যেকোনো যৌন আচরণই ধর্ষণ আইনের অন্তর্ভুক্ত। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের সাথে তার অনুমতি থাকা সত্ত্বেও মিলিত হলে সেটা উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয় এমনকি বৈবাহিক ধর্ষণ বা Marital Rape দণ্ডনীয় অপরাধ। তেমনটা হলে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক পুরুষ ধর্ষক উপাধি পাওয়ার যোগ্য।

ফারজানা: বৈবাহিক ধর্ষণ! সেটা আবার কি?

শান্তি: না জানারই কথা। আমাদের সমাজে অনেক পুরুষই এ শব্দ শুনলে হাসে, বলে আমার বিবাহিত বউ আমি যখন খুশি, যেভাবে খুশি মিলিত হবো এই অধিকার কুরআন (পিরিয়ড ছাড়া) আমাকে দিয়েছে। হাদীসেও এমন উদাহরণ পাওয়া যায়। আর
উইকিপিডিয়া অনুযায়ী ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তাজিকিস্তান, সিরিয়া, শ্রীলংকা, দক্ষিণ সুদান, সৌদি আরব, সেইন্ট লুসিয়া, ফিলিস্তিন, পাকিস্তান, ওমান, নাইজেরিয়া, মায়ানমার, মরক্কো, মালদ্বীপ, লিবিয়া, লাওস, কুয়েত, উত্তর কোরিয়া, জর্ডান, জামাইকা, ইরাক, ইরান, ভারত, হাইতি, গাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, মিশর, কঙ্গো, চীন, ব্রুনাই, বাংলাদেশ, বাহরাইন, আলজেরিয়া, বাহামাস, বার্বাডোস, আফগানিস্তান এই দেশগুলোতে বৈবাহিক ধর্ষণ কোনো অপরাধই নয়! এগুলো মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কিংবা কট্টর পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র । আসলে ধর্ম ও পুরুষতান্ত্রিকতা দুটোই নারী অধিকারের শত্রু।

ফারজানা: আমার মনে হয় আল্লাহই নারীকে দূর্বল বানিয়েছে তাই হয়তো নারীরা এত ধর্ষিত, নির্যাতিত হয়!

জান্নাত: প্রকৃতি নারীকে দূর্বল ভাবে না বলেই তথাকথিত সবল পুরুষের জন্মও নারীর গর্ভেই হয়। নারী স্বামীর হাতে বকাঝকা, মারধর সহ্য করে দাসীর মতো থাকে বলেই তার সন্তানও নারীকে দূর্বল ভাবতে শেখে, তার মধ্যে পুরুষই প্রভু, নারী দাসি এমন মানসিকতার সৃষ্টি হয়। এর জন্য দায়ী নারী নিজেই। যাত্রী যখন তুচ্ছ কারণে রিক্সাওয়ালার গায়ে হাত তোলে তখন রিক্সাওয়ালা এজন্য মার খায় না যে সে দূর্বল, বরং তার মার খাওয়ার ও না দেওয়ার মানসিকতার জন্যই মার খায়, সে উপার্জনের জন্য যাত্রীর উপর নির্ভর, এমন মানসিকতার জন্যই মার খায়। তেমনি নারীরা স্বামীর মার খাওয়াকে নিয়তি, ধর্মীয়ভাবে বৈধ মনে করে, স্বামীর গায়ে হাত তোলা অন্যায় ভাবে বলেই, খাওয়া পরার জন্য নিজেকে স্বামীর উপর নির্ভরশীল, স্বামী ছাড়া উপায় নেই ভাবে বলেই মার খায়। নাহলে পাল্টা মার দিতে না পারুক অন্তত কোনো মেয়েই মারধর করা স্বামীর ঘর করতো না। আমাদের মায়েরা যে ভুল মানসিকতার মাশুল দিচ্ছে, আমরাও যদি সে মানসিকতা ছাড়তে না পারি তাহলে নারীরা অত্যাচারী ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার পুরুষের দ্বারা চিরকাল নিষ্পেষিত হয়েই যাবে।

(দুজন একপক্ষ হয়ে কথা বলায় ফারজানা কিছুটা বিব্রত বোধ করছিল। তাই জান্নাত ও শান্তির জন্য নাস্তা আনার কথা বলে চলে গেলো।)

টিকা: আলকামা ইবনু ওয়াইল (রহঃ) হতে তার বাবা থেকে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... এর যামানায় একজন মহিলা নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো। রাস্তায় একজন লোক তার সামনে পড়ে এবং সে তাকে তার পোশাকে ঢেকে নিয়ে (জাপটে ধরে) নিজের প্রয়োজন মিটায় (ধর্ষণ করে)। মহিলাটি চিৎকার করলে লোকটি পালিয়ে গেল। তারপর আরেকজন লোক তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি বলল ঐ লোকটি আমার সাথে এই এই করেছে। ইতিমধ্যে মুহাজির সাহাবীদের একটি দলও সে স্থান দিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাটি বলল, ঐ লোকটি আমার সাথে এই এই করেছে। যে লোকটি তাকে ধর্ষণ করেছে বলে সে ধারণা করল, তারা (দৌঁড়ে) গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। তাকে নিয়ে তারা মহিলাটির সামনে ফিরে আসলে সে বলল, হ্যাঁ, এই সেই লোক। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... এর নিকট তাকে নিয়ে আসেন। তিনি যখন তাকে রজমের (পাথর মেরে হত্যা) হুকুম দিলেন, **সে সময় তার আসল ধর্ষণকারী উপস্থিত হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার ধর্ষণকারী (ঐ লোকটি নয়)**। তিনি মহিলাটিকে বললেনঃ যাও, তোমাকে আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি (সন্দেহজনকভাবে) ধৃত লোকটির সম্বন্ধে ভাল কথা বললেন। মহিলাটির আসল ধর্ষণকারীর

সম্পর্কে তিনি হুকুম করলেনঃ একে রজম কর। তিনি আরও বললেনঃ সে এমন ধরণের তাওবা করেছে, যদি মাদীনার সকল জনগণ এমন তাওবা করে তবে তাদের সেই তাওবা ক্বূবূল করা হবে।

হাসান, **তাকে রজম কর বাক্য ব্যতীত। সঠিক বক্তব্য হল তাকে রজম করা হয় নাই।** মিশকাত (৩৫৭২) সহীহাহ (৯০০) [জামে তিরমিতি, হাদিস নং ১৪৫৪, অনলাইনে পাবেন এখানে http://www.ihadis.com/books/tirmidi/hadis/1454]

[২০]

নারীর পর্দা-স্বাধীনতা-মানসিকতা

নাস্তা নিয়ে রুমে প্রবেশ করলো ফারজানা। নাস্তা দিতে দিতে বললো, "আচ্ছা, তোমরা যে হিজাব, বোরকা পরার বিরোধীতা করো, একটা মেয়ের তো স্বাধীনতা থাকা উচিত হিজাব/বোরকা পরার। স্বাধীনতা মানে কি শুধুই নগ্নতা?'

জান্নাত : তুই কি বলতে চাস সব মেয়ে স্বেচ্ছায় হিজাব, বোরকা পরে? এর পেছনে ধর্মীয় কারণ ছাড়াই? তাহলে অন্তত প্রচন্ড গরমেও বোরকা, হিজাব পরতো না! আর বোরকা/হিজাব না পরা মানেই কি নগ্নতা? গত ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও দেশে এত বোরকা, হিজাব ছিলো না, তখন কি মেয়েরা নগ্ন থাকতো? আর পর্দার আয়াত নাযিলের পূর্বে কি আরবের মেয়েরা নগ্ন থাকতো?

ফারজানা: আল্লাহর বিধান পর্দা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই পর্দা করে মুসলিম মেয়েরা। এতে কারো ক্ষতি তো হচ্ছে না, তাহলে এত সমালোচনা কেন?

শান্তি: অনেক কুসংস্কার আছে যেগুলোতে কারো কোনো ক্ষতি হয় না, তবুও তো সচেতন লোক মাত্রই সেসবের বিরোধীতা করে। আর পর্দা আল্লাহর বিধান কিনা, এটা কখনও মেয়েরা যাচাই করে? মেয়েদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা আল্লাহর মাথায়ই ছিলো না, উমর না বললে হয়তো এমন কোনো আয়াত নাযিলই হতো না।

ফারজানা: কোথা থেকে এইসব উল্টাপাল্টা তথ্য পাও? আল্লাহ উমর (রা) এর কথা শুনে চলবে কেন?

শান্তি: কথাটা আমার নয়, হাদিসের। যাচাই করে দেখতে পারো।

> *উকবা ইবনু মুকরিম আম্মী (রহঃ) ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেনঃ যে, তিনটি বিষয়ে আমি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অনুরূপ*

> *(পূর্বেই) মত ব্যক্ত করেছি। মাকামে ইবরাহীম (এ সালাত আদায়) সম্পর্কে, **মহিলাদের পর্দা** এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে।*[১]

ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায়, আরেকটি হাদিসে। দেখা যায় উমর নবীপত্নীদের পর্দা করাতে বললেও মুহাম্মদ রাজি হয়নি, অথচ একদিন রাতে খোলা জায়গায় পায়খানা করতে গেলে উমর নবীর বউ সাওদাকে দেখে ফেলার পরে পর্দার বিধান নাযিল হয়।

সহীহ বুখারীর ১৪৮ নং সহীহ হাদীস,

> *"ইয়াহইয়া ইবনু বুকায়র (রহঃ) 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু... এর পত্নীগণ রাতের বেলায় প্রাকৃতিক প্রয়োজনে খোলা ময়দানে যেতেন। আর 'উমর (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু.... কে বলতেন, আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দায় রাখুন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু.... তা করেননি। এক রাতে এশার সময় নাবী সাল্লাল্লাহু.... এর পত্নী সাওদা বিনত যাম'আ (রাঃ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়া। 'উমর (রাঃ) তাঁকে ডেকে বললেন, হে সাওদা! আমি কিন্তু আপনাকে চিনে ফেলেছি। **পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার আগে তিনি এ কথা বলেছিলেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করেন।**"*

বুঝতেই পারছো কেন পর্দার হুকুম নাযিল হয়েছিল!

ব্যাপারটা আরো বেশি স্পষ্ট হয় সহীহ মুসলিমের একটা হাদিসে,

> *'আবূ বাকর ইবনু আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমাদের উপরে) পর্দার বিধান আরোপের পর সাওদা (রাঃ) তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলেন, ছিলেন স্থূলদেহী, দেহাকৃতিতে উচ্চতায় তিনি নারীদের ঊর্ধ্বে থাকতেন; যারা তাঁকে চিনে, তাদের কাছে নিজেকে লুকাতে পারতেন না। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে সাওদা! আল্লাহর কসম! তুমি আমাদের কাছে লুকাতে পারবে না। ভেবে দেখ, কেমন করে তুমি বের হচ্ছ? আয়িশা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে তিনি উল্টা ফিরে এলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু.... আমার ঘরে ছিলেন এবং*

১ সহীহ মুসলিম, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৫৯৮৯

> *রাতের খাবার গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে তখন অল্প গোশতযুক্ত একখানা হাড় ছিল।*
> *সাওদা (রাঃ) ঢুকে পড়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বের হয়েছিলাম, উমার আমাকে এই এই কথা বলেছে। আয়িশা (রাঃ) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন। তারপর তাঁর উপর থেকে (ওহীর) অবস্থার অবসান হয়। আর তখনও হাড়টি তাঁর হাতে ছিল, তা তিনি রেখে দেননি। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এ বর্ননা আবূ কুরায়ব-এর)। আর আবূ বাকর (রহঃ) বর্ণিত রিওয়ায়াতে রয়েছে, "তাঁর দেহ মহিলাদের উর্ধ্বে থাকত।" আবূ বাকর (রহঃ) তাঁর বর্ণিত হাদীসে অধিক রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাবী হিশাম (রহঃ) বলেছেন, الحاجة 'প্রয়োজন' অর্থাৎ পায়খানার হাজত।"[১]*

বুঝলে তো কিভাবে নবীর প্রয়োজন অনুসারে নবীর ওহী এসে যেতো (আসলে নবী নিজেই বলে আল্লাহর ওহী বলে চালিয়ে দিতো)!

ফারজানা: আমি এ ব্যাপারটা জানতাম না। নবীর আমলে তাহলে খোলা জায়গায় পায়খানা করতো? যাই হোক, মেয়েদের যে ইসলাম বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয় সেটা তো এ হাদিসে স্পষ্ট।

শান্তি: এত বিজ্ঞানময় ধর্ম দাবি করা ইসলামের কুরআন হাদিসে একটা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার কথাও বলা হয়নি, শুধু কুরআন হাদিস নিয়ে পড়ে থাকলে আজও মুসলিমদের খোলা আকাশের নিচেই মলমূত্রত্যাগ করতে হতো। আর এখানে যে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেটার ব্যাখ্যা হাদিসে দেয়া হয়েছে।

সহীহ বুখারী ১৪৯ নং সহীহ হাদিস,

> *"যাকারিয়্যা (রহঃ) 'আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু.... বলেন, তোমাদের প্রয়োজনের জন্য বের হবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হিশাম (রহঃ) বলেন, অর্থ **প্রাকৃতিক প্রয়োজনে**।"*

১। সহীহ মুসলিম ৫৪৮২, ৫৮৮৪

এর মানে যে নারীদের ঘরেই টয়লেট আছে তাদের জন্য এ অনুমতিও প্রযোজ্য নয়!

ফারজানা: এত গভীরে গিয়ে কি লাভ? পর্দা আর ঘরে থাকা তো আমাদের ধর্ষণ, উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করছে!

জান্নাত: আসলে আমাদের মেয়েদের মানসিকতাটা খাঁচায় বন্দি পাখির মতো হয়ে গেছে। খাঁচায় বন্দি পাখি ভাবে খাঁচায় থেকে আমি নিরাপদ, বাইরে গেলে শিকারির কবলেও পড়তে পারতাম! বন্দি পাখি যেমন ভাবে আমি তো খাঁচায় থেকে কষ্ট না করেই খাবার পাচ্ছি, কত ভালো ব্যবস্থা, আমাদের অনেক মেয়ে তেমন ভাবে চাকরি না করেই ভরণপোষণের কি সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছে ধর্ম অথচ চাকরির চেয়ে অনেক বেশি শ্রম সে গৃহে দেয়, যে শ্রম থাকে অবমূল্যায়িত। উপরি হিসেবে হারায় তার স্বাধীনতা।

ফারজানা: চাকরি করলেও তো সংসারের সব কাজও করতে হয়। এত চাপ নিয়ে কি লাভ?

জান্নাত: এই ভয় দেখিয়েই তো আমাদের নারীদের গৃহবন্দি করে রাখে পুরুষতান্ত্রিক ধার্মিকেরা। এজন্য দরকার মানসিকতার পরিবর্তন। কেন সংসারের কাজগুলো নারী পুরুষ ভাগ করে নিবে না? কেন শুধু উপার্জন করেই পুরুষ প্রভু হবে আর সব করেও নারী উপার্জন না করার কারণে দাসী? কেন শুধু পুরুষের সেবাই করে যাবে নারী, পুরুষ কেন নারীর সেবা, সহযোগীতা করবে না?

[২১]

ইসলামে নারীর শিক্ষা

শান্তি: আচ্ছা ফারজানা, আহমদ শফীর মন্তব্যের সাথে কি তুমি একমত?

ফারজানা: আমি তো শুনলাম তার বক্তব্যকে মিডিয়া ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে! উনি বলেছেন পর্দার ব্যবস্থা না করে মেয়েদের স্কুলে না পাঠাতে।

শান্তি : তুমি কি উনার বক্তব্যের ভিডিওটা দেখেছ? উনি স্পষ্ট বলেছেন মেয়েদের ফোর- ফাইভের বেশি না পড়াতে। এটা কি তুমি সমর্থন করো?

ফারজানা: এটা উনার ব্যক্তিগত মত। আমি তো জানি হাদিসে আছে, সব মুসলিম নর নারীর উপর বিদ্যা শিক্ষা ফরজ।

জান্নাত: হাদিসটা কখনও পড়ে দেখেছিস? আমি হাদিসটা দেখেছি,

> *"আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু.... বলেছেনঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয। অপাত্রে জ্ঞান দানকারী শুকরের গলায় মণিমুক্তা ও সোনার হার পরানো ব্যাক্তির সমতুল্য।"* [১]

হাদীসটির বিশুদ্ধতা জানলে অবাক হবি। উক্ত হাদিসের *রাবী হাফয বিন সুলায়মান* সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, তার হাদিস প্রত্যাখ্যানযোগ্য। ইয়াহইয়া বিন মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন। আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তার হাদিস দুর্বল। ইমাম বুখারী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উক্ত হাদিসের মাতান প্রসিদ্ধ কিন্তু সনদ দুর্বল। এ হাদিসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে যার সবগুলোই দুর্বল। [২]

১। সুনানে ইবনে মাজাহ'র ২২৪ নং হাদিস।

২। http://www.ihadis.com/books/ibn-majah/hadis/224

এরপরেও কিছু জায়গায় বলা হয়েছে শেষের অংশ ছাড়া বাকী অংশ সহীহ (!) অর্থাৎ যতটুকু ভালো সেটুক রেখে বিতর্ক হতে পারে এমন অংশ বাদ দিতে। তুই ই বল একজন মিথ্যুক, প্রত্যাখ্যানযোগ্য কোনো ব্যক্তির হাদিসের কিছু অংশ শুধু পক্ষে আছে বলেই কি গ্রহণ করা উচিত? অথচ এই হাদিস দিয়েই মুসলিমরা দাবি করে ইসলাম নর-নারীর শিক্ষা ফরজ করেছে! কিন্তু হাদিসটিতে মোটেও নারী নেই, মুসলিম শব্দের আরবী নারীবাচক শব্দ থাকার পরেও সেটা এই হাদিসে ব্যবহৃত না হওয়ায় বিতর্ক এড়াতে অনেকেই মুসলিমের জায়গায় মুসলিম নর নারী ব্যবহার করে। তবুও এই মিথ্যাবাদীর হাদিস এবং মুসলিম বলতে নর নারী উভয়ই মেনে নিলেও এ হাদিসে ইলম বলতে মোটেই সাধারণ শিক্ষাকে বোঝানো হয়নি। এর আগের হাদিস অর্থাৎ সুনানে ইবনে মাজাহ'র ২২৩ নং হাদীস থেকে যে কেউ বুঝবে এই ইলম বলতে নবীদের থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন হাদিস শিক্ষাকেই বুঝিয়েছে। হাদিসটি হলো,

> *কাসীর ইবনু ক্বায়স (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে আবূ দারদা -এর কাছে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যাক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, হে আবূ দারদা! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... -এর শহর মদিনা থেকে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাবী সাল্লাল্লাহু... থেকে তা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তুমি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশে আসোনি তো? সে বললো, না। তিনি বলেন, অন্য কোন উদ্দেশেও তুমি আসোনি? সে বললো, না। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... -কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যাক্তি জ্ঞানার্জনের কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ অবনমিত করেন। আর জ্ঞান অন্বেষীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যের মাছও। নিশ্চয় ইবাদাতকারীর উপর আলিমের মর্যাদা তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদার সমতুল্য। আলিমগণ নাবীগণের ওয়ারিস। আর নাবীগণ দ্বীনার ও দিরহাম (নগদ অর্থ) ওয়ারিসী স্বত্ব হিসাবে রেখে যাননি, বরং তাঁরা ওয়ারিসী স্বত্বরূপে রেখে গেছেন ইলম (জ্ঞান)। যে ব্যাক্তি তা গ্রহণ করলো, সে যেন একটি পূর্ণ অংশ লাভ করলো।)*

ফারজানা: মানলাম হাদিসটি মিথ্যা কিন্তু কুরআনে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতেই তো বলা হয়েছে, *'পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।' (৯৬:১)*। এ আয়াত তো আর অস্বীকার করতে পারবি না!

জান্নাত: কুরআনের কোনো আয়াত নিয়ে সমালোচনা হলেই তো শানে নুযূল, তাফসীর, আরবি ব্যাকরণ দেখতে বলে অথচ এই আয়াতটা এগুলো ছাড়াই পড়ার স্বপক্ষে দাঁড় করায়। কিন্তু শানে নুযূল থেকে জানা যায় এটা জীবরাঈল মুহাম্মদকে বলতে বলেছে। আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ইক্বরা' 2nd Person Masculine Singular Imperative Verb, যা থেকেও বোঝা যায় এটা মুহাম্মদকেই (একজন পুরুষকে) বলা হয়েছে, সব মানুষকে নয়, কোনো নারীকে তো নয়ই! আবার তাফসীরে কুরতুবীতে কুরতুবী বলেছে এখানে পড়ার বিষয়টি উহ্য রাখা হয়েছে। যার অর্থ 'কুরআন' অর্থাৎ

اقرأ القرآن وافتتحه باسم الله

'কুরআন পড় এবং বিসমিল্লাহ বলে শুরু কর'।

মানে 'পড়' বলতে কুরআন ও বিসমিল্লাহ পড়তে বলা হয়েছে, সাধারণ বই নয়। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনেও পড় বলতে বিসমিল্লাহসহ কুরআন পড়তেই বলা হয়েছে।[১] অর্থাৎ কুরআনে মোটেই কুরআন ছাড়া সাধারণ অন্যান্য বই পড়তে বলা হয়নি।

(ফারজানা কিছুটা হতাশ। তার মনেও কিছুটা সংশয় সৃষ্টি হলেও সেটা গোপন করে প্রচলিত যুক্তিগুলো দিয়ে ইসলামের সমর্থনে লড়তে চেষ্টা করে। **অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়, কিন্তু নিজের মনে জাগা সংশয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় কি?**)

১। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, শর্ট এডিশন, সম্পাদনা: মওলানা মহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা: ১৪৬৬

[২২]

মায়ের পদতলে জান্নাত (?)

ফারজানা তার জানা সবটুকু জ্ঞান দিয়ে চেষ্টা করছে তার এতদিন মেনে আসা ধর্মকে ডিফেন্ড করতে। তাই সে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গ পাল্টে নারীর প্রতি ধর্মের ইতিবাচক কথাগুলো তুলে ধরবে ভাবলো। যেই ভাবা, সেই কাজ। ফারজানা বলতে লাগলো, "হাদীসে আছে প্রথমে মায়ের হক, তারপর মায়ের, তারপরও মায়ের এরপর বাবার। এখানে তো মাকে বাবার চেয়ে অনেক উপরে বলা হয়েছে। এরপরেও বলবি ইসলাম নারীকে মর্যাদা দেয়নি?"

জান্নাত: ইসলাম মাকে মর্যাদা দিয়েছে হয়তো, তবে নারীকে নয়। বলবি মা তো নারী ই! যদি তাই হয় তাহলে হাদিস অনুযায়ী নারী, কালো কুকুর (শয়তান) আর গাধা নামাজ নষ্টের কারণ, সেই নারী মা হলেও।

> *"আবূ যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু.... বলেনঃ সালাতীর সামনে শিবিকার খুঁটির ন্যায় কোন জিনিস না থাকলে নারী, গাধা ও কালো বর্ণের কুকুর তার সালাত নষ্ট করে। অধস্তন রাবী বলেন, আমি বললাম, লাল বর্ণের কুকুর থেকে কালো বর্ণের কুকুরের পার্থক্য কি? তিনি বলেন, তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞেস করলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... কে তদ্রুপ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ কালো কুকুর হল শয়তান।"* [১]

ফারজানা: তুইও তো ইসলামবিরোধীদের মতো হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা দিলি ! এখানে তুলনা করা হয়নি।

জান্নাত: তুলনা করার ব্যাপারটি আমি বলিনি, আয়শা নিজেই হাদিসে বলেছে। হাদিসটি হলো,

---

১। সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৯৫২। হাদিস সহীহ।
[অনলাইনে পাবেন এখানে https://muflihun.com/ibnmajah/5/952]

> *উমর ইবনু হাফস (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, **তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী, কুকুর, গাধা ও মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল।** আয়িশা (রাঃ) বললেনঃ **তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ?** আল্লাহর কসম! আমি নাবী সাল্লাল্লাহু.... কে সালাত (নামায/নামাজ) আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পছন্দ করতাম না। কেননা, তাতে নাবী সাল্লাল্লাহু... এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।* [১]

দুটি হাদিসকেই সহীহ বলা হলেও হাদিস দুটি কিছুটা পরস্পরবিরোধী! দুটোর একটি যদি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে কুরআনের বিধান অনুযায়ী আয়েশার (নারীর) সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক হওয়ায় নারীকে কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা করা হাদিসটিই অধিক গ্রহণযোগ্য!

এবার তুই যে হাদিসটির কথা বলেছিস সে প্রসঙ্গে আসি, হাদীসটি সহীহ বুখারীর।

> *আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেনঃ তোমার মা। লোকটি বললঃ অতঃপর কে? নাবী সাল্লাল্লাহু... বললেনঃ তোমার মা। সে বললঃ অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বললঃ অতঃপর কে? তিনি বললেনঃ অতঃপর তোমার বাবা।* [২]

হাদীসটি সহিহ, তবে পরস্পরবিরোধী হাদিসকেও যে হাস্যকরভাবে সহীহ দাবি করা হয় সেটা তো একটু আগেই দেখালাম। সবচেয়ে অবাক হয়েছি হাদিসটির বাংলা অনুবাদকরা 'উত্তম ব্যবহার' কথাটা কি তাদের অজ্ঞতার জন্য লিখেছেন না ইচ্ছে করে লিখেছেন সেটা ভেবে। হাদীসটিতে ব্যবহৃত 'ছোহবত' শব্দটির অর্থ সাহচর্য্য, যেটা মা বেশি পাওয়ার হকদার স্বাভাবিকভাবেই কেননা ইসলাম নারীকে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের যোগ্য মনে করে না, অন্যের (বাবা, স্বামী, সন্তান) সাহচর্য আবশ্যক মনে

১। সহীহ বুখারী, ইসলামি ফাউন্ডেশন ৪৯০
২। সহীহ বুখারী, তাওহীদ ৫৯৭১

করে। সেটাও বাদ দিলাম, এই হাদিসে তিনবার মা জবাব দেওয়াটা কি আসলেই মাকে বেশি মর্যাদা দেয়? সহীহ বুখারীর ৯৪ নং হাদিস অনুযায়ী নবী মুহাম্মদ এমনিতেই যেকোনো কথা তিনবার বলতেন। [১]

আর হাদিসটি মুসলিমদের পক্ষে যাওয়ায় সহীহ বলে দাবি করা হলেও আমার তেমনটা মনে হয় না। আমরা অন্ধবিশ্বাসের কারণে এসব সহীহ বলে মানি কিন্তু হাদিসটি লক্ষ্য করলে দেখবি, বলা হয়েছে এক লোক এসে প্রশ্নটি করেছে? লোকটি কি তার পরিচয় দেওয়া ছাড়াই প্রশ্ন করেছে? এখনকার যুগের মতো কি তথাকথিত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক? পরিচয় দেওয়া ছাড়া কেউ এসেই প্রশ্ন করলে তার জবাব দেওয়া হবে এমনটা অস্বাভাবিক ই মনে হয়। আর পরিচয় দিয়ে থাকলে সে নাম কি হাদিস বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন? সামান্য নাম মনে না থাকলে কোনো ব্যক্তি হুবহু হাদিস বর্ণনা করার যোগ্য হতে পারে কি? তারপর হাদিসটির বর্ণনাতেও অস্বাভাবিকতা আছে, লোকটি কিছু বর্ণনা করা ছাড়াই মুহাম্মদ কিভাবে বুঝলেন তার বাবা মা সাহচর্য পাওয়ার জন্য বেঁচে আছে?

ফারজানা: এটা নাহয় বাদই দিলাম। কিন্তু মায়ের পায়ের নিচে যে সন্তানের বেহেশত, সেটাকেও কি তোর মর্যাদা দেওয়া মনে হয় না?

জান্নাত: ঐ হাদিসটা হলো সুনানে নাসাঈর ৩১০৮ নং হাদীস। হাসিদটি হলো,

> *'আব্দুল ওয়াহহাব ইবন আব্দুল হাকাম ওয়ারাক (রহঃ) মুআবিয়া ইবন জাহিমা সালামী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা জাহিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যুদ্ধে গমন করতে ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট মতামত জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি বললেনঃ তোমার মাতা আছে কি? সে বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন, তার খেদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তার পদদ্বয়ের নিচে।' [হাদিসটিকে হাসান বলা হয়েছে।]*

১। আনাস (রাযি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু... যখন সালাম দিতেন, তিনবার সালাম দিতেন। আর যখন কোন কথা বলতেন তখন তা **তিনবার বলতেন**।

এর আগের হাদিসটি (৩১০৭) সহীহ,

> *"মুহাম্মদ ইবন মুছান্না (রহঃ) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু... -এর খেদমতে এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মাতাপিতা জীবিত আছে কি? সে ব্যক্তি বললোঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ **তুমি তাঁদের সেবায় সব সময় রত থাকার জিহাদ কর।**"*

সহীহ হাদিসে পিতামাতা, হাসান হাদিসে শুধু মা হয়ে গেছে। আর মায়ের পায়ের নিচে বেহেশত যুক্ত হয়ে গেছে!

তারপরও ধরে নিলাম মাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পিতাকে কি দেওয়া হয়নি? সেটা বলে না কেন? শুধুমাত্র নারীর প্রতি অন্যান্য অবমাননাকর বিধান গোপন করার জন্য! অথচ সুনানে তিরমিজীর ১৯০৬ নং সহীহ হাদিসে **জন্মদাতা পিতাকে জান্নাতের সর্বোত্তম দ্বার** বলা হয়েছে, তিরমিজিরই ১৮৯৯ নং সহীহ হাদিসে বলা হয়েছে, **পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি।** যা কোনো অংশেই মায়ের চেয়ে যে পিতার কম মর্যাদা নয়, বরং বেশি সেটাই প্রমাণ করে। ইসলামী বক্তারা মুখে মায়ের সম্মান বেশি বললেও ইসলাম সেটা বলে না। আর ইসলাম মায়ের তথা নারীর মর্যাদা কতটুকু দেয়, সেটা প্রমাণ হয় সুনানে আবু দাউদের ২১৪০ নং সহীহ হাদিসে। যেখানে মুহাম্মদ বলেছেন,

> *"আমি যদি কোন মানুষকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তবে স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীদেরকে সিজদা করতে। কেননা আল্লাহ্ স্ত্রীদের উপর স্বামীদের অধিকার দিয়েছেন।"*

এর মানে কি দাঁড়াল সিজদা একমাত্র বান্দা, দাস বা গোলামরা করে প্রভুকে। মুহাম্মদ তথা ইসলাম মনে করে, পুরুষ স্বামীরা প্রভুর মতো আর নারীরা দাসীর মতো।

তোর যদি নিজেকে পুরুষের দাসী ভেবে ভালো লাগে তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই, তুই এসব মানতে পারিস। অনেক বেলা হয়ে গেছে, মামী চিন্তা করবে। আজকে আমরা যাই।

শান্তিও বিদায় নিয়ে জান্নাতের সঙ্গে বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলো।

[২৩]

প্রতিকূল পরিবেশ

লঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে নদী দেখছিলো জান্নাত। নদীতে স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাচ্ছিল এক মাঝি। যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল স্রোতের বিপরীতে নৌকা এগিয়ে নিতে। হঠাৎ যেন কল্পনার রাজ্যে হারিয়ে গেলো জান্নাত। সে কল্পনায় জান্নাত নিজেই মাঝি, নৌকাটা তার বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন আর স্রোত হচ্ছে পরিবার ও ধর্মান্ধ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যা অধিকাংশ সময় নারীর এগিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। হঠাৎ কাঁধে কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলো জান্নাত। শান্তি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শান্তি: কি ভাবছিলি?

জান্নাত: ভাবছিলাম, ঐ নৌকাটার মাঝির মতো কত প্রতিকূলতারর মুখোমুখি হয়ে একটা মেয়েকে তার স্বপ্ন এগিয়ে নিতে হয়। আমরা না হয় স্বপ্ন পূরণের পথে পা বাড়াতে পেরেছি, অনেক মেয়েকে তো তার আগেই নিজের স্বপ্নকে কবর দিতে হয়।

শান্তি: ঠিক বলেছিস। একটা ছেলে যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে উচ্চশিক্ষার একটা সঠিক পথনির্দেশ পাওয়ার জন্য সহজেই শহরে এসে কোচিং করতে পারে, অধিকাংশ মেয়ের সে সুযোগ নেই। আমার (চাচাতো বোন) তানিয়া আপু শহরে থাকার পরেও তো আমাদের শহরে আসতে দিতে রাজিই ছিল না বাবা মা। অনেক বুঝিয়ে রাজি যে করাতে পেরেছি সেটাই অনেক।

জান্নাত: তোর বাবা তো কিছুতেই সাথে পুরুষ ছাড়া আসতে দিতে চাচ্ছিল না, তুই তো রীতিমতো ঝগড়া করেছিস মামার সাথে। তুই খুব ভালোভাবে বলেছিস, কেন পুরুষ ছাড়া একই বয়সী একটা ছেলে শহরে আসতে পারলে, দুটো মেয়ে কেন পারবে না! নারীর নিরাপত্তাটা শুধুমাত্র নারীকে এগোতে না দেওয়ার একটা অজুহাত মাত্র।

শান্তি: বাবাকে তো অনেক কথা বলতে পারিনি। পুরুষ অভিভাবক যদি নারী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারতো তাহলে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রী, বাবাকে বেঁধে কন্যা ধর্ষণের ঘটনা ঘটতো না। নারীকে নিজেকেও আত্মরক্ষার কৌশল শিখতে হবে আর সবচেয়ে বড় কথা পরিবর্তন দরকার সমাজের, সমাজের মানুষের মানসিকতায়, বিচারব্যবস্থায়। কীটের আক্রমণের ভয়ে মানুষকে বস্তাবন্দী করা, ঘরে বন্দি রাখা সমাধান নয়, সমাধান হচ্ছে সমাজকে কীটমুক্ত করা।

জান্নাত: আমি একটা বিষয় মাঝে মাঝেই ভাবি, গণধর্ষণের মতো ঘৃণ্য কাজ করার জন্য কীটগুলো জোটবদ্ধ হতে পারলে, এর বিরুদ্ধে কেন ভালো উদ্দেশ্যে আমরা মেয়েরা এবং সমাজের সুস্থ মানসিকতার (পোশাকের দোষ খোঁজা ধর্ষকদের পরোক্ষ সমর্থক অসুস্থ মানসিকতার কীটেরা ছাড়া) লোকেরা কেন জোটবদ্ধ হতে পারবো না? সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি একজন ধর্ষণের শিকার নারীর পক্ষে সব নারীও থাকে না, পুরুষতন্ত্রের কিছু দাসীরা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে যাই হোক, নারীটিও সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলো না, এক হাতে তো আর তালি বাজে না!

শান্তি: ঠিক বলেছিস। নারীর সবচেয়ে বড় শত্রু নারী নামের এইসব পুরুষতন্ত্রের দাসীরা। এরা নিজেরা দাসত্বকে নিয়তি ধরে তো নিয়েছেই, আবার লেজকাটা শেয়ালের মতো চেষ্টায় আছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও আশেপাশের সব নারীর মানসিকতায় দাসত্বকে কাল্পনিক স্বর্গ লাভের উপায় হিসেবে ঢুকিয়ে দিতে। অথচ তুই তো জানিস নারীর জন্য প্রকৃত অর্থে স্বর্গ নেই বললেই চলে।

[২৪]

হিন্দুধর্মে নারী

শহরে তানিয়াদের পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে নুপুর নামে এক হিন্দু রমণী। তার কথা শান্তি অনেকবার শুনেছে তানিয়ার মুখে। শান্তি ও জান্নাত আসার খবর শুনে তাদের দেখতে এসেছে নুপুর।

শান্তি: বৌদি, ভালো আছেন?

নুপুর: ভালোই, তোমরা কেমন আছ? বাড়িতে সবাই কেমন আছে? আমাকে আপু/দিদি ডাকবে, বৌদি ডাকলে পর পর লাগে!

জান্নাত: বাড়িতে সবাই ভালোই আছে। কিন্তু আপনি তো বিবাহিত, আপনাকে তো বৌদি ডাকাটাই স্বাভাবিক!

নুপুর: আমি তানিয়ার প্রতিবেশী, ওর সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক, আমার স্বামীর সাথে নয়! তাহলে স্বামীকে টানার দরকার কি?

জান্নাত : আপু, আপনার সিঁথিতি সিঁদুর, হাতে শাঁখা দিয়ে কিন্তু আপনিই বার বার নিজেকে কারো স্ত্রী হিসেবেই প্রকাশ করছেন।

নুপুর: এগুলো তো আমাদের সংস্কৃতি!

জান্নাত : অপমানজনক, দাসত্বের নিদর্শন কি কারো সংস্কৃতি হতে পারে? কথায় কথায় পুরুষরা অক্ষমদের হাতে চুড়ি পরে থাকতে বলে! যে চুড়ি অপমানজনক প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, সেটা কেন আমরা মেয়েরা পরবো, হোক সেটা শাঁখা হিসেবে! জাতি হিসেবে অতীতে অনেকের অধীন ছিলাম, তাই বলে কি পরাধীনতাকে এখনো আমরা সংস্কৃতি মনে করি?

নুপুর: এসব পরা দাসত্বের নিদর্শন হতে যাবে কেন? এসব তো স্বামীর মঙ্গলের জন্য পরা হয়!

জান্নাত: কার মঙ্গলের জন্য? স্বামী মানেই প্রভু, তাহলে এর বিপরীত তো দাসীই। আপনারা তো আরেকটু স্পষ্ট করে বলেন পতি-পরমেশ্বর! স্বামীর/ঈশ্বরের জন্য চিহ্ন ধারণ করা তো দাসত্বই! আপনার স্বামী আপনার কল্যাণের জন্য কি চিহ্ন ধারণ করে? নিশ্চয়ই না! তাহলে এখানে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা নিশ্চয়ই আসবে না। নারীকেই কেন বিবাহিত হওয়ার চিহ্ন ধারণ করতে হবে? মূল সত্য হলো নারীকে পুরুষরচিত ধর্মগুলো শষ্যক্ষেত্র মনে করে, ক্ষেতে মালিক চিহ্ন দিয়ে রাখে কিন্তু মালিকের শরীরে কোনো চিহ্ন বহন করতে হয় না।

নুপুর: কিন্তু এটা তো তোমাদের ধর্মে বলা আছে *"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।" (সুরা বাকারা, ২২৩);* হিন্দু ধর্মে নয়!

জান্নাত: না, আপু। আপনাদের শাস্ত্রেও আছে। মনুসংহিতা পাওয়া যায়,

> *পরক্ষেত্রে অর্থাৎ পরস্ত্রীতে উৎপাদিত সন্তান উৎপাদকের হয় না, ক্ষেত্র স্বামীরই হয়ে থাকে। যার ক্ষেত্র নেই কেবল বীজ আছে সে যদি পরের ক্ষেত্রে বীজ বপন করে তাহলে তার শস্যফল কিছুই লাভ হয় না। ক্ষেত্রস্বামীই ঐ ফল ভোগ করে থাকে।* [১]

নুপুর: আমি জানতাম না এটা। মনুসংহিতা সবাই মানে না, কিন্তু কুরআন মানে। আর কুরআনের শষ্যক্ষেত্রের বাস্তব প্রমাণ তো বিয়েতে মেয়েদের দেওয়া দেনমোহর, যা দিয়ে শষ্যক্ষেত্র কেনা হয়।

১। মনুসংহিতা ৯/৪৮-৪৯

জান্নাত: মনু ঋষি ঋগ্বেদের একজন রচয়িতা বলে জানা যায়, [১] তার লেখা অস্বীকার করা তাই বেদ অস্বীকারেরই নামান্তর। আর আপু, এটা তো মুসলিম মেয়েরা বুঝে না, যেমন আপনি বুঝেন না কেন আপনার ভাত-কাপড়ের দায়িত্ব আপনার স্বামী নিয়েছে! কিসের বিনিময়ে?

নুপুর: একটা মেয়েকে কি সংসারে কম কাজ করতে হয়? সে কাজগুলোর মূল্য হিসেব করলে তো ভাত কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে!

জান্নাত: কিন্তু যে সংসারে অনেক কাজের লোক থাকে, স্ত্রীকে কোনো কাজ করতে হয় না, সে সংসারেও তো স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীই করে! কিসের বিনিময়ে? বলতে খারাপ শুনালেও শরীরের বিনিময়ে, নারীদেহ ভোগ করার মূল্য হিসেবে। অথচ সেটা আমরা মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই নিই, যৌন দাসত্বকে দাসত্বই মনে করি না! দাসত্বকে দাসত্ব মনে না করাই নারীর দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রধান অন্তরায়।

১। https://bn.wikipedia.org/wiki/মনু

[২৫]

বোধোদয়ের স্বপ্ন

তানিয়াদের ড্রয়িংরুমে জান্নাতের বাবা মা বসে কথা বলছে। এতদিন পরে তার কথা বাবা মায়ের মনে পড়েছে ভেবে আনন্দিত জান্নাত।

বাবা: আমার আসলে মেয়েটার সাথে এমন করা উচিত হয়নি! সারাজীবন সংসার তো মেয়েটাই করবে, তার পছন্দ অপছন্দ না জেনে বিয়ে দিলে যদি মেয়েটাকে ভুগতে হয় তাহলে তো সেজন্য আমিই দায়ী থাকবো। মেয়েটা সুখে না থাকলেও, নির্যাতিত হলেও আমরা কষ্ট পাবো ভেবে হয়তো বলতে পারবে না। আমরাই যদি ওর উপর আমাদের মত চাপিয়ে দিয়ে সবকিছু বিনা প্রশ্নে বা প্রতিবাদে মেনে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করি তাহলে তো সারাজীবন ও শুধু সব কষ্ট মানিয়েই নিবে, সুখী হওয়ার চেষ্টা করবে না।

মা: আমি এ কথাগুলো সেইদিনও বলতে চেয়েছিলাম যেদিন জান্নাত মামার বাড়িতে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তুমি কি ভাববে সেটা ভেবে বলিনি। আসলে কোনো মা-ই চায় না তার মেয়েও তার মতো পরাধীন হোক, নীরবে কষ্ট পাক, কিন্তু সমাজ, স্বামী, ধর্মের জন্য সে কিছু বলতে বা করতে পারে না।

বাবা: তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী। তুমি যেকোনো কথা নিঃসঙ্কোচে বলবে এটাই তো উচিত, একজন অন্যজনের মত জানলেই তো জীবনের পথচলা সহজ হয়। জান্নাত তো আমার একার মেয়ে নয়, ওর জন্য সেই ছোটবেলা থেকে সব কষ্ট তুমিই করেছ, আমি কাজের জন্য মেয়েটাকে ঠিকমতো সময়ও দিতে পারিনি। ওর উপর আমার চেয়ে অনেক বেশি অধিকার তোমার।

মা: তুমি এভাবে আগে বললে নিশ্চয়ই আমি আমার মতামত দিতাম আর জান্নাতকেও বাড়ি ছাড়তে হতো না। আমাদের সমাজে তো *'বাসর রাতে বিড়াল মারা'*র মতো ঘৃণ্য প্রবাদও প্রচলিত যা যেকোনোভাবে স্ত্রীকে সবসময় স্বামীর ভয়ে তটস্থ রাখার ইঙ্গিত

দেয়, স্ত্রীর কথা স্বামী শুনলে 'স্ত্রৈণ' নামক অপমানজনক শব্দ ব্যবহার করে, কারো স্ত্রী তার কথা না শুনলে, তাকে ভয় না পেলে লোকে তাকে কাপুরুষ বলে। কেন? এ কথাটা আমরা নারীরাও ভেবে দেখিনা, কোনো নারী এ কথা তুললেও তাকে বেয়াদব উপাধি দেওয়া হয়। সমাজ, ধর্ম, পুরুষ সবাই নারীকে দাসী ভাবে, আর পুরুষকে প্রভু। তাইতো নারীদের স্বামীর অবাধ্য হলে জান্নাত নেই, অথচ স্ত্রীর কথা না শুনলে পুরুষের পাপ হয় এমনটাও সমাজ, ধর্ম, পুরুষ মনে করে না।

বাবা: এ ব্যাপারটা আমিও ভেবে দেখেছি। আমি শুধু জৈবিক চাহিদার জন্য তো তোমায় নিয়ে সংসার করছি না, আমার জীবনের সুখে দুঃখে সাথী তুমি, বিয়ের পর থেকে তোমার আর আমার মিলে আমাদের ভালোবাসার স্বপ্ন বাস্তবায়নে একসঙ্গে কাজ করবো এটাই তো হওয়া উচিত ছিলো। আমার একার স্বপ্ন, ইচ্ছা, সিদ্ধান্ত তোমার উপর চাপিয়ে দেওয়া তো ভালোবাসা হতে পারে না, প্রভুত্ব হয়ে যায়। আজ থেকে যতটুকু সম্ভব তোমার খুশিমতো কাজ করবে, কাউকে খাঁচায় বন্দি করে ভালোবাসা হয় না। তুমি এই বয়সে হয়তো সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবে না, তবে জান্নাত যেন নিজের জীবন নিজের ইচ্ছায় সাজাতে পারে সেজন্য আমার সবটুকু সহায়তা থাকবে।

মা: আমিও সেটাই চাই, আমাদের যুগে আমাদের উপর দিয়ে যা গিয়েছে, মেয়েটার জীবন যেন তেমন না হয়। কিন্তু আমি ভাবছি, জান্নাতের মতো যে বহু মেয়ে সমাজ, ধর্ম, পরিবার, পুরুষতান্ত্রিকতার যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে তাদের উদ্ধার করবে কে? জান্নাত তো ওর মামাতো বোনের থেকে প্রতিবাদ করতে, নিজের মত জানাতে, বিনা প্রশ্নে/যুক্তিতে কিছু মেনে না নিতে অনুপ্রেরণা পেয়েছে, অন্যদের কে অনুপ্রেরণা দেবে? তুমিওতো ওর মামা বাড়ি যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলে, যেমন করে ধর্ম ও সমাজ মেয়েদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ করে যেন মেয়েরা পারস্পরিক আলোচনায় সত্য খুঁজে না পায়। স্কুল/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মেয়েরা যদি আলাদাভাবে পুরুষদের মতো সংগঠিত হতে পারতো, আলোচনা করে তাদের মতামত সমাজে তুলে ধরতে পারতো তাহলে হয়তো মেয়েদের এ করুণ অবস্থা থাকতো না।

বাবা: আসলেই পুরুষের সমাজবিষয়ক, ধর্মবিষয়ক নানা সংগঠন আছে, কিন্তু নারীরা সমাজের অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও সমাজ ও ধর্মের নীতি নির্ধারণে তাদের সমান অংশগ্রহণ নেই বলেই তাদের এই অবস্থা। সরকারি দলের সদস্যরাই কৃত্রিম বিরোধী দল তৈরি করলে যেমন তাতে জনগণের কল্যাণ হয় না, তেমনি পুরুষ দ্বারা গঠিত ধর্ম ও সমাজবিষয়ক সংগঠন দ্বারা নারীর কল্যাণ হবে না। নারীদের নিজেদেরই জাগতে হবে। জান্নাত সাহস করে আমার ভুল সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করেছে কেননা এ জীবন তার বাস্তব জীবন। পরকাল আছে এমনটা কেউই নিশ্চিত নয়, যদি থাকেও সেখানে সকলকে ঈশ্বর দোযখে পোড়ালেও প্রতিবাদ করার কোনো উপায় নেই, এমন অনিশ্চিত জীবনের জন্য কেন আমার মেয়ে তার বাস্তব জীবনটাকে দোযখে পরিণত করবে? যে মেয়েকে এত আদরে বড় করেছি, সে কেন অনিশ্চিত জান্নাতের জন্য পুরুষের (স্বামী) দাসত্ব করবে?

মা: আসলে আমাদের জান্নাতই আমাদের আসল 'জান্নাত!' মা বলে ঢাকলে, মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে স্বর্গসুখ পাই, তা কি ধর্মে বর্ণিত জান্নাতে আছে? মেয়েটা ভালো রেজাল্ট করলে কত খুশি হই, হাসলে মনে হয় এর চেয়ে সুন্দর কোনো দৃশ্য হয় না, সেই মেয়ের সফল হওয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে বিয়ে দিয়ে অন্যের দাসী বানিয়ে স্বাধীনতা হরণ করে কোন জান্নাত পাবে তুমি? কতদিন মেয়েটাকে দেখিনি, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরিনি, ওর মাথাটা আঁচড়িয়ে দিইনি, অনিশ্চিত জান্নাতের লোভে, নরকের ভয়ে তোমার অবাধ্য হয়ে মেয়েটার খোঁজও নিইনি! আজ তুমি বাধা দিলেও শুনতাম না, কলিজার টুকরা সন্তানের সুখ, স্বাধীনতা, স্বপ্ন হরণ করে, তাকে দূরে সরিয়ে পাওয়া স্বর্গ আমার চাই না।

জান্নাতেরও অনেকদিনের আশা কবে মাকে আবার জড়িয়ে ধরবে! বাবা মায়ের কথাগুলো শুনে, তাদের দেখে জড়িয়ে ধরতে হাত বাড়াচ্ছে কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছে না! শেষে বাচ্চা মেয়ের মতো হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিলো জান্নাত। পাশে শুয়ে থাকা শান্তি বললো, "কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর?"

[২৬]

পরিবর্তনের সূচনা

জান্নাত আর শান্তি দুজনেই একই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়েছে। পরিবারের একরকম বিরুদ্ধে গিয়ে বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজ এই অবস্থানে এসেছে তারা। চোখে তাদের বড় কিছু হওয়ার, বড় কিছু করার স্বপ্ন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসেও সহপাঠী মেয়েদের মন মানসিকতায় খুব বেশি পরিবর্তন দেখতে পেলো না তারা। ছোট ছোট কিছু গ্রুপে বিভক্ত মেয়েরা, একটা সামগ্রিক ঐক্য নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্যের প্লাটফর্মগুলো যেমন ছাত্র সংগঠন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জেলা কল্যাণ সমিতিগুলোর প্রায় সবগুলোর নেতৃত্বেই ছেলেরা, এসব সংগঠনে মেয়েদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এসব নিয়ে অধিকাংশ মেয়েদের তেমন আগ্রহও নেই। ক্লাসে রিপ্রেজেন্টেটিভ মেয়েরাও নামেমাত্র আছে। প্রতিকূলতা পেরিয়ে খুব কম সংখ্যক মেয়েরা এ পর্যায়ে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) আসতে পারে কিন্তু এসে তারা ভাবে না যারা প্রতিকূলতা কাটিয়ে আসতে পারেনি তাদের প্রতিও কিছু দায়িত্ব আছে শিক্ষিতদের। তা না করে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত সবাই। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে যে নারীদের মানসিক মুক্তি অসম্ভব।

এর মধ্যেও কিছু সহপাঠী তারা পেয়েছে যাদের সাথে তাদের চিন্তাভাবনার মিল রয়েছে। কিন্তু কয়েকজনের দ্বারা তো আর শক্তিশালী সংগঠন হবে না, আবার অনিচ্ছুক লোকদের সংগঠনে যাচ্ছেতাইভাবে যুক্ত করে কার্যকরভাবে সংগঠিত হওয়া যাবে না। তাই সবার প্রথমেই প্রয়োজন মেয়েদের বোঝানো যে সমাজ ও ধর্ম আসলে নারীদের প্রাপ্য অধিকার, মর্যাদা, সুরক্ষা, স্বাধীনতা দিচ্ছে না। সচেতন মেয়েরা নিজেরা সংগঠিতভাবে না এগিয়ে আসলে নারীরা অধিকারবঞ্চিতই থেকে যাবে। নারীদের কানেকটিভিটি বাড়াতে হবে। একটা মেয়ে যেকোনো বিপদে পড়লে দ্রুত সংগঠিতভাবে সব মেয়েদের তার পাশে এসে দাঁড়াতে হবে। এজন্য এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন মেয়েদের কলম ধরতে হবে, মেয়েরা বেশি ধর্মান্ধ হলেও উগ্র নয় বিধায় তাদের কাছে সেসব লেখা পৌঁছিয়ে তাদের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা, অধিকারবোধ সৃষ্টি করতে হবে। আজ সমাজে বাল্যবিবাহ রুখে দিচ্ছে মেয়ে সহপাঠীরাই, এভাবেই

মেয়েরা সংগঠিত হয়ে কাজ করলে সমাজে তারা মর্যাদাপূর্ণ স্থান বুঝে নিতে পারবে। নারীকে যতটা সম্ভব পুরুষ নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। তবেই পুরুষতান্ত্রিকতার দাসত্বের মতো অপমানজনক অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি ঘটবে। অন্যথায় পুরুষ রচিত ধর্মগ্রন্থের কাল্পনিক জান্নাতের লোভে বা জাহান্নামের ভয়ে নারীর জীবন জাহান্নামেই পরিণত হবে যেমনটা সৌদিআরবে হয়েছে। সৌদি এক মানবাধিকারকর্মীর ভাষায়,

"সৌদি নারীরা কখনোই জাহান্নামে যাবে না কারণ জাহান্নামে দ্বিতীয়বার যাওয়ার নিয়ম নেই।"

এমন জাহান্নামে পতিত হওয়ার হাত থেকে নারীদের রক্ষা করতে জান্নাতেরা সফল হবে কিনা জানে না। তবে তাদের চেষ্টা যদি নারীদের মনকে কাল্পনিক জান্নাত-জাহান্নামের চিন্তা থেকে বের করে এনে স্বাধীনতা ও মর্যাদা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে সেটাই বা কম কোথায়!

---সমাপ্ত ---

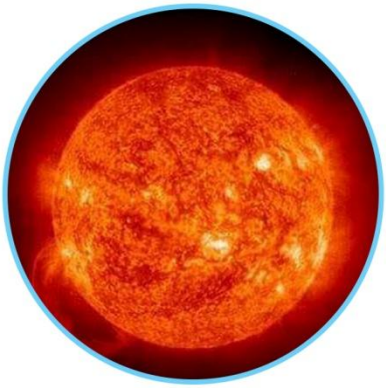

ইসলাম, গত ১৪০০ বছর আগের একটি মতবাদ যা এখনো নারী সমাজকে রেখেছে অন্ধকারে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর বুদ্ধি ও ধার্মিকতায় রয়েছে কমতি, তাই জাহান্নামে তাদের সংখ্যাই বেশি। নেতৃত্বের ব্যাপারে নারী অযোগ্য, মাসিক অবস্থায় নারী অপবিত্র। স্বামীর রয়েছে নারীকে প্রহারের অধিকার, সম্পদে নারীর অংশ কম। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই নারী হয়েছে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত। তবুও নারী মুক্তি চায়। নারী মুক্তির এই যাত্রাকে উপজীব্য করেই 'শামস অর্ক' রচনা করেছেন 'জান্নাত'। আশা করি তার এই বইটি মুক্তির সন্ধানে থাকা নারীদের কিছুটা হলেও পথ দেখাবে।

- ডার্ক টু লাইট